সঙ্গিনী।

গার্হস্থ্যনীতির প্রথম ভাগ।

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

২০০ নং কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট,
বেঙ্গল পবলিশিং কোম্পানি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

গোয়াবাগান ষ্ট্রীটের ২ নং ভবনস্থ নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি
দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।

সূচি।

সঙ্গিনী।

গার্হস্থ্যনীতির প্রথম ভাগ।

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

২০০ নং কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট,

বেঙ্গল পবলিশিং কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

গোয়াবাগান ষ্ট্রীটের ২ নং ভবনস্থ নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি

দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।

উৎসর্গ।

সর্ব্বগুণে গুণবতী

মহারাণী কুচবিহার!

আপনি পিতার উপযুক্ত তনয়া,

যাহা স্ত্রী জাতির জন্য

লিখিত

তাহা আর কাহার হস্তে

অর্পণ করিব ?

বিজ্ঞাপন।

যে উদ্দেশে "স্ত্রীর সহিত কথোপকথন" প্রকাশিত হয়, যে উদ্দেশে "নারী-দেহ-তত্ত্ব" রচিত হয়, সেই মহদুদ্দেশেই এই "সঙ্গিনী" প্রকাশিত হইল। উদ্দেশ্য সফল হইলেই এক্ষণে পরিশ্রম ও যত্নের সার্থকতা হয়।

সূচি।

সঙ্গিনী।

সূচনা।

নিবিড় অরণ্যের শ্বাপদ, প্রমোদ কাননের শ্যামল বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিহঙ্গম,—এই মনোহর সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীর যে দিকে চাহি, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে সকলেই যুগলে যুগলে সংবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে; সিংহ,—সিংহিনী সহ, কোকিল,—কোকিল-বধূর সহিত খেলিতেছে, বেড়াইতেছে। বনের পশু ও আকাশের পাখী যখন সঙ্গিনী বিহনে থাকিতে পারেনা তখন জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব কেমন করিয়া থাকিবে? তাই পুরুষ স্ত্রীলোককে সঙ্গিনী করিতে এত ব্যগ্র হয়; তাই স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গিনী হইতে এত ভাল বাসে; তাই জগতের সৃজন-দিবস হইতে "বিবাহ" এত আনন্দ, এত উল্লাস, এত মঙ্গলের উৎসব! দ্বাদশবর্ষীয় শিশু হইতে একোনশত বর্ষীয় পক্ককেশ স্থবির, সকলকেই বিবাহ করিতে দেখিয়াছি, বিবাহের নামে সকলেরই হৃদয় যেন নাচিয়া উঠে! একজন বিবাহে তাঁহার বড় ভালবাসার ধনকে পাইবেন, আর—এক জন কাহাকে বিবাহ করিতেছেন তাহার নাম ধাম

পর্য্যন্তও জানেন না, কিন্তু হৃদয়ের উল্লাস উভয়েরই সমান॥ বালিকা, যে বিবাহ কি জানেনা, বিবাহে তাহার যেরূপ আনন্দ, শিক্ষিতা যুবতী, তাঁহারও সেই রূপ আনন্দ! বিবাহের নামে মানবের এত আনন্দ কেন? এক কথায় ইহার উত্তর, যে বিবাহে সঙ্গিনী লাভ হইবে ভাবিয়া পুরুষের ও বিবাহে সঙ্গী লাভ হইবে বলিয়া স্ত্রীলোকের এত উল্লাস! ভালবাসার বস্তু পাইব ভাবিয়া মানবের এত আনন্দ! বিবাহ হইল, কোটি কোটি বিবাহ প্রতি বৎসর হইতেছে,—পুরোহিত প্রতি মাসে পৃথিবী মধ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর হস্ত সংমিলিত করিয়া দিতেছেন কিন্তু মনের অভাব, ও মনের তৃষ্ণা সেই নরনারীর, সেই সঙ্গী ও সঙ্গিনীর কি মিটিতেছে? এ প্রশ্ন মানবকে জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ আকাশ দীর্ঘনিশ্বাসে পূর্ণ হইবে, লক্ষ লক্ষ স্বর উত্থিত হইয়া বলিবে "হায়, তাহা যদি হইত তাহা হইলে আর সংসার শ্মশান হইবে কেন?" সিংহ ও সিংহিনীর ন্যায় কোকিল ও কোকিলবধূর ন্যায় মানব সংমিলিত হয় সত্য কিন্তু তাহাদের মত তাহারা বাস করে না,—যদি করিত তাহা হইলে মানবের এ দুর্দ্দশা হইত না। মানব পশুপক্ষী নহে—মানবের জ্ঞান আছে—মানবের ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হয়,—না করিলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলে নরনারীর পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি কর্ত্তব্য-পালন অপরিহার্য্য—সেই সকল কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করিলেই মানব জীবনে ক্লেশের উৎপত্তি হয়। আমরা বিবাহ করি,—

জগৎপাতা পরমেশ্বরের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া আমরা পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করি,—কিন্তু এই গুরুতর সংমিলনে সংমিলিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে আমাদের এই যুগলাবস্থায় পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কি তাহা একবার জানিবার চেষ্টাও করি না; এই অজ্ঞতা, আলস্য ও অবহেলা বশতঃ আমরা যে শাস্তি পাইতেছি তাহার কঠোর যন্ত্রণায় মানবজাতি অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

পবিত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলে স্ত্রী জাতির স্বামীর প্রতি যে কি কর্ত্তব্য, তাহাই অদ্য আমরা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি, পুরুষগণ শিক্ষিত বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহাদিগকে কিছু বলিলে তাঁহারা শুনিবেন কেন—সে চেষ্টা করিলেও ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে। যদি সহৃদয়া রমণীগণ যত্নের সহিত এই পুস্তকের বিষয় কয়েকটী পাঠ করেন তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক কষ্ট দূর হইলেও হইতে পারে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত স্ত্রী।

বিবাহের নামে হৃদয়ে যত আনন্দের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইতে থাকে, বিবাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে এত হয় না। স্ত্রী হওয়া যে জীবনের কি গুরুতর পরিবর্ত্তন, স্ত্রী হইলে যে কত গুরু ভার স্কন্ধে পতিত হয়, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে স্ত্রী হইতে এত আনন্দ হয় না। একটী জীবনের সহিত নিজ জীবন সংমিলিত করা যে কি গুরুতর কার্য্য, তাহা বুঝিতে পারিলে, কাহারও মনেই এই কার্য্যে আনন্দের উদয় হইবে না, বরং তৎপরিবর্ত্তে ভীতির সঞ্চার হইবে। নিজের সুখ দুঃখ অন্যের হস্তে সমর্পণ করা ও অপরের সুখ দুঃখের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করা যে কি ভয়ানক কার্য্য তাহা আমরা কয়জন বুঝি বা বুঝিবার চেষ্টা করি?

বিবাহ হইলেই তুমি স্ত্রী, ভার্য্যা, সহধর্ম্মিণী, অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী,—তুমি এ সকলই হইলে। মন্ত্রোচ্চারিত হইল, তোমার বিবাহ হইল; তুমি অপরের পরিণীতা পত্নী হইলে,—নামে সকলই হইলে সত্য, কিন্তু কার্য্যে প্রকৃত পত্নী হইলে কি? হায়! তাহা যদি হইবে তবে গৃহে গৃহে দুঃখের এত ভীষণ প্রবাহ বহিবে কেন?

প্রকৃত স্ত্রী কে? যে স্বামীর সহিত নিজ সম্বন্ধ সকল বুঝিতে পারিয়াছে, যে সেই সকল সম্বন্ধানুযায়ী নিজ কর্ত্তব্য সকল বুঝিয়া কার্য্য করিতে শিখিয়াছে, যে সেই সকল কর্ত্তব্য পালনে কখনই অবহেলা করে না, যে স্বামীকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছে, যে নিজ সুখ দুঃখের সম্পূর্ণ ভার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে, যে আপনার অস্তিত্ব একবারে ভুলিয়া গিয়া স্বামীর সহিত আপনাকে এক করিতে পারিয়াছে, যে স্বামীর সুখে সুখও দুঃখে দুঃখ বোধ করে, যে স্বামীর ভিন্ন নিজের কিছু আছে ইহা একেবারেই মনে করে না ও মনে করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে, স্বামী যাহার পূজার দ্রব্য, স্বামী যাহার ব্যবহারের দ্রব্য, স্বামী যাহার ক্রীড়ার দ্রব্য, স্বামী যাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু সকলই, স্বামী যাহার হৃদয়ের দেবতা সেই প্রকৃত স্ত্রী। স্বামীর যখন স্ত্রীর প্রতি ঠিক এই রূপ ভাব হয়,—প্রকৃত বিবাহ তখন, যথায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ হইয়াছে, প্রকৃত বিবাহ তথায়, নতুবা আর সকলই নামে,—কার্য্যে নহে।

স্ত্রী যদি মনে করেন যে স্বামী ভিন্ন আমি স্বতন্ত্র একটী জীব, তাহা হইলে বলিব যে সে স্ত্রী প্রকৃত স্ত্রী নহে; সে রূপ স্ত্রী গ্রহণ জন্য ঈশ্বরের পবিত্র নামোচ্চারণের প্রয়োজন ছিল না। স্ত্রী যদি মনে করেন "স্বামীর সুখ দুঃখের জন্য আমি দায়ী নহি, স্বামী যদি দুঃখী হয়েন তবে সে তাঁহার নিজের দোষে, তিনি ইচ্ছা করিয়া দুঃখী হইলে আমি কি করিব?" তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বলিব, তুমি

প্রকৃত স্ত্রী নহে, তোমাকে গ্রহণের জন্য অগ্নি জালিয়া অগ্নিকে সাক্ষী করিবার আবশ্যক ছিল না। স্ত্রী যদি মনে করেন যে স্বামী ব্যতীত আমার অন্য আত্মীয় বা বন্ধু আছেন আমার নিজের মাতা ভ্রাতা আছেন, স্বামী তাঁহাদের মতনই আমার একজন, তাহা হইলে আমরা আবার বলিব তুমি প্রকৃত স্ত্রী নহ তোমাকে গ্রহণ জন্য এত ধর্ম্মাচরণের আবশ্যক ছিল না।

তুমি যদি নিজ সুখের সম্পুর্ণ ভার স্বামীর উপর নির্ভর করিতে পারিয়া থাক, তুমি যদি স্বামীর সুখের সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে লইতে সক্ষম হইয়া থাকে, তুমি যদি স্বামীর সুখ দুঃখের সম্পুর্ণ দায়ী আপনাকে বিবেচনা করিতে পারিয়া থাকে তবে তুমিই প্রকৃত স্ত্রী. তুমি যদি তোমার সমস্ত ভার, দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য বেশ বুঝিতে পারিয়া থাক তবে তুমিই প্রকৃত স্ত্রী।

স্ত্রী হওয়া সহজ নহে, স্বামী হওয়া সহজ নহে; বিবাহের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। যে অবিবাহিত সে তাহার নিজের ভার লইলেই, তাহার নিজের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই, তাহার কার্য্য শেষ হইল; কিন্তু বিবাহিতের পক্ষে তাহা নহে। বিবাহিতের অন্যের ভাবনা ও অন্যের ভার স্কন্ধে লইতে হয়; আপনাকে দুইজন করিতে হয়। যদি আপনাকে ভুলিয়া গিয়া অন্য হওয়া সহজ হয় তবে বিবাহ সহজ কার্য্য। সঙ্গিনী লাভ হইলে পুরুষ স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে থাকে, সেই সুখ লাভের জন্য তাঁহাদের যাহা করিতে হয় তাহাতে ক্লেশের সীমা নাই।

যে পথে মানবের এই সুখ লাভার্থ যাইতে হয় সে পথ ঘোর কন্টকাকীর্ণ; সুতরাং বিবাহ করিলে হয় অনন্ত স্বর্গীয় সুখ নয় নরকের অনন্ত দুঃখ; বিবাহিতের এই দুইটীর একটী অপরিহার্য্য; একটী লাভ না হইলে আর একটী স্কন্ধে আপনি আসিয়া পড়িবে; তাহা হইতে উদ্ধার হইবার উপায় নাই। কিন্তু অবিবাহিতের এ বিপদ নাই; তাহারা বিবাহ না করিয়া বিবাহের পবিত্র সুখ ভোগে বঞ্চিত হয় সত্য, কিন্তু বিবাহের অনন্ত ক্লেশের ভাগী হয় না। এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে যে বিবাহিতা হওয়া কি গুরুতর কার্য্য এবং প্রকৃত স্ত্রী হওয়াই বা কত ক্লেশকর ব্যাপার। হয়তো অনেকে ভাবিবেন, এ সকল কথার কথা মাত্র, মুখে সকলই বলিতে পারা যায়,—এ সকল কার্য্যে কখন ঘটে নাই, আর কখন ঘটিবেও না। ঘটে নাই স্বীকার করি, ঘটে নাই বলিয়াই সংসারে এত ক্লেশ ও দুঃখ। এরূপ সম্বন্ধ যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে হওয়া অসম্ভব ইহা আমরা স্বীকার করি না,—ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। আমরা সাহসের সহিত বলিব যে যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে উল্লিখিত সম্বন্ধ না হয় তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে গভীর প্রণয় থাকিলেও তাঁহাদের সে প্রকৃত বিবাহ নহে, আর সে স্বামীও প্রকৃত স্বামী নহেন, আর সে স্ত্রীও প্রকৃত স্ত্রী নহে। উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল স্ত্রীতে যদি সেই সকল সম্পূর্ণ না থাকে, তবে তিনি সহস্রগুণে গুণবতী হইলেও প্রকৃত স্ত্রী নহেন। যার জন্য বিবাহ করা এরূপ বিবাহে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

এরূপ সম্বন্ধ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হওয়া অসম্ভব নহে; যদি স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্বন্ধ ও কর্তব্য ভাল রূপ বুঝিতেন তাহা হইলে ইহা সম্পূর্ণই সম্ভব ও সহজ। আমরা ক্রমে ক্রমে সেই সকল বিষয় নিম্নে লিখিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাল বাসা।

বিবাহের প্রথম উদ্দেশ্য "যোগ";—দুইটী ভিন্ন ভিন্ন মনের ও হৃদয়ের যোগ। দুইটী হৃদয় ঠিক এক ভাবাপন্ন হইলে তাহাদিগের মধ্যে আর ভেদাভেদ থাকে না; ভেদাভেদ না থাকিলেই দুইটী এক হইয়া যায়; এই মহা সংযোগের নাম বিবাহ। কেবল পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ নহে, কেবল "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" নহে। পশুবৃত্তি নানা প্রকারে চরিতার্থ করা যাইতে পারে; ভালবাসার জন্য মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইত্যাদি অনেকেই আছেন, গৃহের গৃহিণী হইবার জন্যও লোকের অভাব নাই, কতগৃহে যে পিতৃষসা বা মাতৃষসাকে গৃহিণী দেখিতে পাওয়া যায়; কেবল এই সকল কার্য্যের জন্য এরূপ আচরণ করিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কি কাহারও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং এ সকল কার্য্য ব্যতীতও মানবের কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা প্রকৃত স্ত্রী ব্যতীত পৃথিবীর আর কেহই সম্পন্ন করিতে পারে না। ইহার নাম "যোগ," অর্থাৎ অন্যের সহিত মিশিয়া যাওয়া, সঙ্গী, সঙ্গিনী লাভ করিয়া মনের অভাব পূর্ণ করা। মানব-মন এই মহা যোগে সংযুক্ত হইতে না পারিয়াই অস্থির হইয়াও নানা রূপে এই প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে গিয়া হৃদয়ে অগ্নি জ্বালিতেছে। যদি বিবাহের গুরুত্ব বুঝিয়া থাক, যদি এই মহাযোগে সিদ্ধ হইতে পারিবে ভরসা থাকে, যদি এই যোগ সাধনায় সিদ্ধি পক্ষে

কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তবে বিবাহে অগ্রসর হও, তাহা হইলে বিবাহোৎসব আনন্দের উৎসব সন্দেহ নাই।

এই মঙ্গল যোগের প্রথম কার্য্য, ভালবাসা। ভালবাসা একটী আকর্ষণী শক্তি, এই শক্তি দুইটী হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া ক্রমেই উভয়কে উভয়ের নিকটস্থ করে; যদি দুইটী হৃদয় পরস্পরের নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বে এক প্রকারের হইয়া গিয়া থাকে, যদি ইহাদের ভেদাভেদ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহারা ভালবাসা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নিকটস্থ হইলেই এক হইয়া যায় আর যথার্থ বিবাহ তখনই হয়। এ বিবাহের আর বৈধব্য নাই।

তাহা হইলে ভালবাসা আমাদের প্রথম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; অথবা আমাদিগের ভালবাসার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভালবাসা আমাদের সকলের মনেই আছে, যাহা আমাদের মনে আছে তাহার সকলগুলিই অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; ভালবাসাও অভ্যাস করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভালবাসা একরূপ নহে, নানা মনে নানা প্রকার ভালবাসা আমরা দেখিতে পাই, আমরা সেই সকল প্রকার ভালবাসাকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম। প্রথম ভক্তি, দ্বিতীয় স্নেহ, তৃতীয় প্রণয়, চতুর্থ প্রেম, পঞ্চম প্রীতি, ষষ্ঠ সন্তোষ; এমন মানুষ কেহই নাই যাহার মনে এই ছয়টীর একটীও নাই।

অধিক বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি মান্যের সহিত হৃদয়ে যে ভালবাসা জন্মে তাহার নাম ভক্তি; ন্যূন বয়স্কের প্রতি ভালবাসার, নাম স্নেহ। সমতুল্য ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার

নাম প্রণয়; স্নেহ ও প্রণয় একত্র হইলে যেখানে প্রেমরূপ তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ইচ্ছা হয় সেখানে প্রীতি; আর যে দ্রব্য দেখিলে বা লাভ হইলে আমাদের প্রাণে আনন্দ হয় তাহার নাম সন্তোষ। সকলের মনেই এই সকল ভালবাসা আছে, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ইহারা ন্যস্ত হইয়া মানব মনে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে; বিবাহিতা হইলে এই সমস্ত প্রকারের ভালবাসাকে একত্রিত করিয়া স্বামীতে ন্যস্ত করিতে হইবে; স্বামীরও যে স্ত্রীকে ঠিক এইরূপ করা কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। স্বামীর প্রতি আমার ভক্তি আছে, স্বামীর প্রতি আমার প্রণয় আছে, স্বামীর প্রতি আমার স্নেহ আছে, স্বামীর প্রতি আমার প্রীতি আছে, স্বামীর প্রতি আমার সন্তোষ আছে স্বামীর প্রতি আমার এ সকলই আছে;—কেবল আছে নহে,—এই সকল ভালবাসা মানব-মনে যতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ আমার আছে, ইহা যখন তুমি বলিতে পারিবে, তখনই যথার্থ তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস, আর তাহা হইলেই তুমি যথার্থ প্রকৃত স্ত্রী। যদি সমস্ত প্রকারের সম্পূর্ণ ভালবাসা তোমার স্বামীতে ন্যস্ত করিতে পার, তবে তুমিই প্রকৃত স্ত্রী, আর তোমার স্বামী যদি তোমাকে ঠিক এইরূপ ভাল বাসিতে পারেন তবে তিনিই প্রকৃত স্বামী, এরূপ দুইটী হৃদয় ক্রমেই আকর্ষিত হইয়া নিকটস্থ হয় ও অবশেষে মহাযোগে সংমিলিত হইয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

এ পৃথিবীতে কিছুই আপনি হয় না, সকলই আমাদের শিক্ষাতে হয়, সকলেরই আলোচনা করিয়া আমাদের উন্নতি করিতে হয়। সুতরাং স্বামীকে এইরূপ ভালবাসিতে স্ত্রীর শিক্ষা করিতে হইবে। ইহা সহজ কার্য্য নহে স্বীকার করি তাই বলিয়া ইহা দুরূহ কার্য্যও নহে। সকল ভালবাসারই সময়ে পরিবর্ত্তন হয়; ভক্তি একদিনে কমিয়া যাইতে পারে, স্নেহ সময়ে একেবারে থাকে না, প্রণয়, প্রেম ও প্রীতি যখন থাকে তখন প্রবল তেজে থাকে সত্য, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ইহারাও লোপ পায়; সন্তোষ অদ্য এক পদার্থে কল্য অন্য পদার্থে, সুতরাং স্বামীকে যদি এক প্রকারে ভালবাস তাহা হইলে সে ভালবাসা কখনই স্থায়ী হইবে না। এই জন্য স্বামীকে, এই সকল ভালবাসা একত্রিত করিয়া ভালবাসিতে হইবে। মানব মনে ভালবাসা থাকিতেই হইবে, যদি স্বামীর প্রতি এই ভালবাসা সকলের পূর্ণ সমষ্টি থাকে তবে সে ভালবাসা কখনই যাইবে না।

এক্ষণে দেখা যাউক এই ভালবাসা কিরূপে হইবে। প্রথমেই বলিয়াছি ইহা শিখিতে হইবে ও অভ্যাস দ্বারা ইহার বৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। মনে কর তোমার স্বামীর কোন গুণে তুমি মুগ্ধা হইলে ও সেই জন্য তাঁহার প্রতি তোমার ভক্তির উদয় হইল; মনে কর তুমি যে সকল রূপ গুণ দেখিলে সন্তোষ লাভ কর, তোমার স্বামীতে তাহার সকলগুলিই আছে, এইরূপে হৃদয়ে নিতান্ত ঘৃণার উদ্রেক না হইলে কোন না কোন প্রকারের ভালবাসা

তোমার স্বামীর প্রতি হইবেই হইবে। তিনি যদি তোমাকে এই ভালবাসার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিজের ভালবাসা দান করেন, আর তুমি যদি সর্ব্বদা তাঁহার সহিত বসবাস দ্বারা এই ভাল বাসার বৃদ্ধিসাধনের চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার ভক্তিই হউক বা সন্তোষই হউক বা আর যাহাই হউক, ক্রমেই তাহার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যখন কোন এক প্রকারের ভাল-বাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সহিত অন্য প্রকারের ভাল বাসার সংযোগ ইচ্ছা করিলে, অতি সহজে সম্পন্ন করা যাইতে পারে। যে কোন রূপ ভালবাসাই হউক না কেন, তাহার আলোচনা হইলে তাহাতে উভয়ের মধ্যে ঘনি-ষ্টতা সম্পাদন করে, ঘনিষ্টতা হইতে প্রণয় ও বন্ধুত্ব হওয়া অবশ্যম্ভাবী, স্ত্রীলোক ও পুরুষের গাঢ় বন্ধুত্ব হইলে তাহাদের মধ্যে প্রেম আপনি জন্মিবে, আর যুবক যুবতী হইলে তৎ-ক্ষণাৎ প্রীতি হইবে। ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রকারের ভাল বাসা যাহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদা বসবাস ও সহসা বিচ্ছেদ যত ভালবাসা বৃদ্ধি করে আর কিছুতেই তেমন করে না;—এই রূপ ভাল বাসা জন্মিলে পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, ইহা জ্ঞাত থাকিয়া সেই রূপ কার্য্য করিলে, ভালবাসা আপ-নিই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; তৎপরে দুইটী প্রাণ আপনিই এক হইয়া যাইবে। এইরূপ ভালবাসা জন্মিলে আমাদের পরস্পরের কর্ত্তব্য কি, তাহাই ক্রমে লিখিত হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ।

তুমি যাঁহাকে জীবনের আশ্রয় মনে করিয়া গ্রহণ করিতেছ, তোমার সহিত তাঁহার কি রূপ সম্বন্ধ তাহা তোমার অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার সহিত তোমার কি রূপ সম্বন্ধ না জানিতে পারিলে, তুমি কখনই তাঁহার সহিত তোমার কি রূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা বুঝিতে পার না। ভালবাসা হইলেও ব্যবহারের দোষে অল্প কালের মধ্যেই ভালবাসা-শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে কলহ, বিবাদ উপস্থিত হয়। এই জন্য প্রথমে আমরা দেখিব স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ কি।

মানব, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়া থাকে; সমাজে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে বলিয়াই তাহারা এত সভ্য ও নানা প্রকারে সুখী। সেই সমাজ-বদ্ধ মানবের এক জন যদি ধনোপার্জ্জন ও সেই ধন ব্যয় ইত্যাদি গৃহাদির অন্যান্য কার্য্য স্বয়ং করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ধনোপার্জ্জন ও গৃহাদি সুশৃঙ্খল রাখা, দুই কার্য্যের এক কার্য্যও সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে অধিকাংশ লোক, স্ত্রী গৃহাদি রক্ষা করিবে ও গৃহের অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিবে মনে করিয়াই যেন বিবাহ করেন

ইহার সহিত ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি চরিতার্থও হইবে, এই দুই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর প্রায় তৃতীয়াংশ লোক বিবাহ করেন; স্ত্রীর সহিত স্বামীর যথার্থ কি কি সম্বন্ধ হওয়া কর্ত্তব্য তাহা একবারও কেহ ভাবিয়া দেখেন না। এই দুইটী কার্য্য না হইলে নহে এই দুইটী কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহারা অভাব বোধ করেন, আর সেই অভাব স্ত্রীর দ্বারা সুন্দর রূপে পূর্ণ হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহারা মহানন্দে বিবাহ করেন; তাঁহাদিগের কার্য্য হইলে হইল, অন্য দিকে নানা রূপ ভাবিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং স্ত্রী একেবারেই বুঝিতে পারে না, যে স্বামীর সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, আর কিরূপ ব্যবহারই বা তাঁহার সহিত তাহার কর্ত্তব্য। এই নিমিত্তই সে আজ সরলা কাল প্রেমময়ী, তৎপরদিনে অভিমানিনী, তৎপর দিবস মূর্তিমান কলহ, ও অবশেষে রাক্ষসী।

স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারি সম্বন্ধ। এই চারি সম্বন্ধ ভিন্ন জগতে আর কোন প্রকারের সম্বন্ধ নাই; সুতরাং মানবের সহিত মানবের যে কোন সম্বন্ধ হইতে পারে, স্বামীর সহিত স্ত্রীর সে সমস্ত সম্বন্ধই বিদ্যমান আছে। তুমি সেই সকল সম্বন্ধ রাখ আর নাই রাখ, বিবাহিতা হইলে স্বামীর সহিত তোমার সেই সম্বন্ধ গুলি হইল; যদি তুমি সেই সমস্ত সম্বন্ধ গুলি অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য কর, তুমি বিবাহের যথার্থ বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে; আর যদি না কর তবে যেমন অনন্ত দুঃখ চতুর্দ্দিকে সকলে পাইতেছে, তুমিও পাইবে।

স্বামীর সহিত তোমার প্রথম সম্বন্ধ "অংশী"। যে

তোমার কার্য্যের অংশ লইয়া, উভয়ের স্বার্থের জন্য কার্য্য করে সেই "অংশী"। কার্য্য লইয়াই জীবন; কার্য্যশূন্য হইয়া জীবন এক দিনও রহে না; কিছু না কিছু না করিতে পারিলে মানুষ এক দিনও বাঁচে না। এই জন্য মানুষ মাত্রেরই কার্য্য করিতে হইবে। মানুষ মাত্রেরই কতকগুলি দ্রব্য প্রাণ রক্ষার্থ আবশ্যক, সেগুলি সংস্থান না করিলে জীবন রক্ষা হয় না; সুতরাং সে গুলির সংস্থান সকলের করিতেই হয়, কেহই আলস্যে বসিয়া থাকিতে পারে না। কেবল আবশ্যকীয় দ্রব্য সংস্থান করিয়াই মানুষ স্থির থাকিতে পারে না; প্রাণের সন্তোষের জন্য তাহারা কতকগুলি বিলাস দ্রব্যও চাহে; এই সকলই সভ্য সমাজে ধনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং বলিতে হইতেছে ধন-লাভ মানুষের একটী কার্য্য। যদি আমি অতুল ধন লাভ করিতে পারি, অন্যাপেক্ষা যদি আমার ধন অধিক হয়, তবে আমার অন্যান্য হইতে সম্মান প্রাপ্ত হওয়া কি কর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ যশঃ ও মান কি আমার প্রাপ্য নহে। ধন থাকিলে যশঃ ও মান লাভ হয় না, যশঃ ও মান লাভার্থ কতকগুলি কার্য্য করা আবশ্যক, সুতরাং আমাদের বলিতে হইতেছে যশঃ ও মান উপার্জ্জন মানবের একটী কার্য্য। ধন, যশঃ বা মান উপার্জ্জন করিয়াও অনেকের মনে সন্তোষ হয় না, মানবের মনে স্বভাবতঃই জ্ঞানোপার্জ্জনের ইচ্ছা লুক্কাইত আছে, ইহাকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিলে কাহারও মনে সন্তোষ হয় না, সুতরাং জ্ঞানোপার্জ্জন মানবের একটি কার্য্য হইল।

এই সকল উপার্জ্জন করিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়; অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অনেক নিরাশের পর তবে সাফল্য লাভ হয়, সুতরাং নিজের সুখের দিকে লোকের চাহিবার আর অবসর থাকে না; এই সকল উপার্জ্জন করিতে হইলে মানবের যে অসংখ্য কার্য্য করিতে হয়, তদ্ব্যতীত নিজ গৃহাদির কার্য্য অনেক আছে; সে সকল যদি তাহার নিজে করিতে হয় তাহা হইলে তো আর কোন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। মানবের অসংখ্য কার্য্য,—এই কার্য্য এক ব্যক্তির করিয়া উঠা কখনই সম্ভব নহে, এই জন্যই এই সকল কার্য্য আমার হইয়া সম্পন্ন করে, আমার স্বার্থ ও তাহার স্বার্থ এক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে এরূপ এক জন লোকের বিশেষ আবশ্যক হয়,—এরূপ লোক না পাইলে আমার কার্য্য করাই সুকঠিন হইয়া উঠে। যেমন বাণিজ্য করিতে হইলে সেই বাণিজ্য-কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আমার দুই চারি জন অংশী পাইলে কার্য্যের বড়ই সুবিধা হয়, এ সংসারে মানবের জীবন-বাণিজ্যে এক জন কর্ম্মক্ষম অংশী পাইলে বড়ই ভাল হয়। স্ত্রীর সহিত স্বামীর প্রথম সম্বন্ধ এই। উপরিলিখিত কার্য্যের জন্য বিবাহের আবশ্যক করে না, যে হেতু এ কার্য্য এক জনের; অন্য আর একজন সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, অন্য যে কোন স্ত্রীলোকই হউক না কেন, মাতা হউন, ভগিনী

সম্পন্ন হইতে পারে,—সুতরাং স্ত্রীর সহিত স্বামীর কেবল এই এক সম্বন্ধ নহে।

স্বামীর সহিত স্ত্রীর দ্বিতীয় সম্বন্ধ "স্ত্রী"। জননেন্দ্রিয় পরিচালনা আবশ্যক ও সেই পরিচালনার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন ইহা সকলেই অবগত আছেন; অধিকাংশ লোক কেবল এই জন্যই বিবাহ করেন ও বলিয়া থাকেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনং" সমাজের এখনই যে অবস্থা স্ত্রী অর্থে স্বামীর সহিত স্ত্রীর এই সম্বন্ধই যেন ব্যক্ত করিয়া দেয়। স্বামী স্ত্রীর এই সম্বন্ধ বিষয়ে স্ত্রীর কর্ত্তব্য বিশদ-রূপে "নারী দেহ তত্ত্বে" লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এ পুস্তকে আর ইহার কোনই উল্লেখ থাকিবে না। কেবল স্ত্রী কিরূপ ব্যবহার করিলে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন তাহাই লিখিত হইবে। স্বামী স্ত্রীর এই দুই সম্বন্ধই অনেকে বুঝেন; ইহা ব্যতীত যে আর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা অনেকের মনে হয় না। হায়, এই দুই সম্বন্ধ নিবন্ধন স্ত্রীর যে কি কর্ত্তব্য তাহা যদি আমাদের দেশের রমণীগণ জানিতেন তাহা হইলেও দুঃখের অনেক উপশম হইত। কিন্তু যে দুই কার্য্য, এই দুই সম্বন্ধবশতঃ স্ত্রীর কর্ত্তব্য, তাহা তো অন্য প্রকারেও সুসিদ্ধ হইতে পারে; স্ত্রীর সহিত স্বামীর যদি কেবল এই দুই সম্বন্ধই হইত তাহা হইলে জগতে বিবাহ দুঃখময় হইত না; বিবাহ কেবল এই জন্যই নহে। সাংসারিক কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সিদ্ধির জন্য স্ত্রীর সহিত এই দুই সম্বন্ধ; কিন্তু ইহাতে তো মনের অভাব পূর্ণ হয় না। মন যে ভাল বাসিতে চাহে, মন যে

মনের মানুষ চাহে, মন যে আর একটী মনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে নিজ সুখদুঃখের ভাগী না করিলে সন্তোষ পায় না,—ইহার উপায় কি, মনের এ অভাব পূর্ণ করিবার উপায় কোথায়? মানুষ এক জন সখা না পাইলে অস্থির হইয়া বেড়ায়, যাহার একজন বন্ধু নাই সে কিছুতেই মনে সন্তোষ পায় না। যাহার সহিত পার্থিব সমস্ত কার্য্য সংমিলিত, যাহার নিকট শারীরিক কোন বিষয়ই গোপন নাই, বন্ধু হইবার জন্য তাহার মত উপযুক্ত পাত্র কে? যাহার স্বার্থে আমার স্বার্থ জড়িত, তাহার মত বন্ধু হইবার উপযুক্ত পাত্র কে? ইহাই স্বামীর সহিত স্ত্রীর তৃতীয় সম্বন্ধ; এ সম্বন্ধ যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে না হইল, যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয় গোপন থাকিল, যদি স্বামী স্ত্রীর গলা জড়াইয়া প্রাণ মন খুলিয়া নিজ সুখ দুঃখ তাহার কর্ণে ঢালিয়া না দিলেন, যদি স্ত্রী দৌড়িয়া আসিয়া নিজ সুখও দুঃখের ভাগী স্বামীকে না করিল, তবে সে কিরূপ স্ত্রী? তবে সে কি রূপ স্বামী? তবে সেকি রূপ বিবাহ? প্রথমোক্ত সম্বন্ধ হয় আপনা আপনি কার্য্য গতিকে হইয়া পড়ে,—না পড়িলে চলে না বলিয়া হয়; কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব, আপনি হয় না। বন্ধুত্ব কোথাও কখন আপনি হয় না। উভয়ের মনের ভাব সমান হইলে উভয়ে যদি চেষ্টা করে তবেই বন্ধুত্ব হয়, নতুবা বন্ধুত্ব কখন আপনি হয় না। বন্ধুত্ব চেষ্টা করিয়া উভয়ের মধ্যে করিতে হয়। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া যে কত আবশ্যক তাহা

আমরা ভাল বুঝি না, যদি বুঝিতাম তাহা হইলে ইহার চেষ্টাও করিতাম। জিজ্ঞাসা করি, এই বঙ্গ দেশে কয়জন আছেন যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে "হাঁ স্ত্রীর সহিত আমার প্রকৃত বন্ধুত্ব আছে?"

বন্ধুত্ব না হইলে, বন্ধু না পাইলে মানবের প্রাণ শীতল হয় না, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অসীম জ্ঞান লাভ হইলেও বন্ধু বিহনে সকলই শূন্য শূন্য বোধ হয়। বন্ধু আমরা চাহি, বন্ধু আমাদের সুখের উপায়; কিন্তু বন্ধুত্ব কাহার সহিত হওয়া সম্ভব? কাহার সহিত আমার সুখ দুঃখ জড়িত? যদি স্ত্রীর নিকটেও আমি মন খুলিয়া কাঁদিতে বা হাসিতে না পারিলাম, যদি স্ত্রীর সহিতও আমার কপটতা করিতে হইল. তখন আর আমার মত হতভাগ্য কে? তখন আর আমার মত দুঃখী কে? এ সংসারে থাকিতে হইলে বন্ধু চাহি, আর যাহার সহিত আমার পার্থিব সমস্ত বিষয় জড়িত সে যদি বন্ধু না হইল তবে আর হইল কি?

সুখই হউক বা দুঃখই হউক অন্যকে তাহার ভাগী করিতে না পারিলে সে সুখ ও দুঃখের ভোগ হয় না। যদি পৃথিবীতে সুখের বাসনা থাকে তবে বন্ধু চাহি; আর সেই বন্ধু নিজ স্ত্রী ও নিজ স্বামী না হইলে বন্ধুত্বের অর্দ্ধেক অপরিস্ফুট রহে। এই জন্যই বলিতেছি স্বামীর সহিত স্ত্রীর তৃতীয় ও অতি আবশ্যকীয় সম্বন্ধ "সখা"। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধ হয় একণে অনেকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে এই বন্ধুত্ব হওয়া কত কর্ত্তব্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা অগ্রেই বলিয়াছি যে স্ত্রীর

সহিত স্বামীর বন্ধুত্ব হওয়া যত সহজ ও সম্ভব অন্য কাহারও সহিত সেরূপ নহে ; —যদি বুঝিলাম যে স্ত্রী ও স্বামীতে বন্ধুত্ব হওয়া আবশ্যক ও পৃথিবীতে সুখী হইবার একটী প্রধান উপায়, যদি দেখিলাম যে সেই বন্ধুত্ব হওয়াই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, তখন কেন আমরা একটু চেষ্টা করিয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই বন্ধুত্ব সংস্থাপন না করি? হায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে এই সম্বন্ধই গুরুতর সম্বন্ধ ও তাহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে এ সকল বিষয় যদি একবার ভাবিয়া দেখিব, যদি বিবাহের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিব ও যদি আমরা নিজের ভাল বুঝিব তবে আর আমাদের এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? আপাতঃ মনোরম দ্রব্যেই আমরা আকৃষ্ট হই,—উপস্থিত সুখ সহজে লাভ হইবে ভাবিয়া আমরা একটু চিন্তার ক্লেশ গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত হই না—যাহা তাহা করিয়া বসি এ সকল যদি জ্ঞানবান মনুষ্যের পক্ষে লজ্জার কথা না হয় তবে তাহাদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয় যে আর কি হইতে পারে জানি না।

এই তিন সম্বন্ধেই স্ত্রীর সহিত স্বামীর সম্বন্ধ শেষ নহে। সখা সম্বন্ধের বিষয়ও কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন কিন্তু আর একটী সম্বন্ধ যে আছে, যে সম্বন্ধ না হইলে প্রকৃত বিবাহই হয় না, সে সম্বন্ধ বিষয়ে কেহই প্রায় ভাবেন না ; বলিলে অনেকে হয়তো হাসিয়াই উঠিবেন।

কেহই বোধ হয় বিবেচনা করেন না যে এই জীবনের সহিত আমাদের জীবনের শেষ, এ পৃথিবী ত্যাগ করিলে আমরা আর কিছুই থাকিনা ; এই সামান্য ৫০, ৬০ বৎ-

সরের জন্য কখনই আমাদের মত জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি-পূর্ণ মানবের জীবন হইতে পারে না। যিনি যাহাই বলুন, যিনি যতই কূট তর্ক করুন না কেন, আমাদের এ জীবনের সহিতই যে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে ইহা কেহ বুঝাইতে সক্ষম হইবেন না। তাহা হইলে আমরা মরিয়াও বাঁচিয়া থাকিব, এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াও বাঁচিয়া রহিব; এ পৃথিবী হইতে যাইয়া যথাঃই থাকি এক স্থানে না একস্থানে বাস করিব। যদি তাহা হয়, তবে যাহাকে আমি এত আড়ম্বরে অগ্নি ইত্যাদি সাক্ষী রাখিয়া ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিতেছি, সে কি কেবল আমার পার্থিব সঙ্গিনী? সে কি কেবল আমার এই পৃথিবী বাসের জন্য? তবে কি যেদিন মরিব সেই দিনই তাহার সহিত আমার সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে? তবে কি আমার ভালবাসা আমার স্নেহ, ভক্তি সকলই আমার মৃত্যুর সহিতই লোপ পাইবে। যদি এই সকলই আমার মৃত্যুর সহিত লুপ্ত হয় তবে মৃত্যুর পর আমার থাকিল কি? না, না, সমস্তই বিদ্যমান রহে, মৃত্যুর পরও এই হৃদয় রহে, স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধও রহে! যদি তাহা না হয়, তবে একবার এই কথাটী বিবাহের পূর্ব্বে মনে কর দেখি, দেখি তাহা হইলে তোমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে কি না? দেখি এই কথা মনে করিয়া দিলেও তোমার বিবাহের গুরুত্ব মনে হয় কি না? বিবাহকালে যাহাকে সঙ্গিনী করিয়া লইতেছ সে কেবল এ পৃথিবীতে সঙ্গিনী নহে, মৃত্যু হইলেও তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বিলোপ হইবে না, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যত দিন না তোমার অস্তিত্ব লোপ হয়

তত্তদিন সে তোমার সঙ্গিনী থাকিবে। কিন্তু হায় এ সৌভাগ্য কয়জনের হয়, কয় জন প্রকৃত সঙ্গিনী লাভ করিয়া অনন্ত কাল অনন্ত সুখে যাপন করিতে পারে? তাই আমরা কহি যে স্ত্রীর সহিত স্বামীর চতুর্থ ও শেষ সম্বন্ধ "সঙ্গিনী"! কেবল অদ্য ও কল্যকার জন্য নহে কেবল এই পৃথিবী ও এই জীবনের জন্য নহে, সঙ্গিনী অনন্ত কালের জন্য। যদি এই গুরুতর ভার বুঝিতে পার, তবেই বিবাহ করিও নতুবা করিও না; করিলে যে সুখের জন্য করিতেছ সেই সুখের পরিবর্ত্তে এমনি দুঃখের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে যে জগতের সমস্ত সাগরের জলেও তাহা নিবাইতে পারিবেনা।

আমাদের এই বিশ্বাস যে এরূপ সঙ্গিনী লাভ না করিতে পারিলে মানব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতি এক না হইলে তাঁহাদিগের অন্তরের সমস্ত বৃত্তির বিকাশ হয় না; যত দিন পরস্পরের জীবাত্মা একত্র মিলিয়া না যাইবে ততদিন মানব কখনই প্রকৃত সুখলাভ করিতে পারিবেনা। আমরা দেখিতে পাই পুরুষ হৃদয়ে কতগুলি বৃত্তি আছে. যাহা স্ত্রী হৃদয়ে নাই, আবার স্ত্রী হৃদয়ে কতকগুলি আছে, যাহা পুরুষ হৃদয়ে নাই, সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জীবাত্মা,—এই পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতি এক না হইলে,—কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না; তাই প্রাণের ভিতর স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়; হৃদয় অনন্ত কালের জন্য অন্যের সহিত মিলিয়া যাইয়া সুখ-প্রবাহে ভাসিতে চাহে।

বিবাহ কেবল পার্থিব কার্য্য সম্পাদনের জন্য নহে, কেবল পশুবৃত্তি চরিতার্থের জন্য নহে, কেবল বন্ধু লাভের জন্য নহে;

অনন্তকাল-স্থায়ী অনন্ত জীবনের অনন্তপথের একজন সঙ্গিনী লাভই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। যদি বিবাহের এ উদ্দেশ্য কেহ বুঝিতে না পারেন যদি স্বামী স্ত্রীর এই পবিত্র সম্বন্ধ কেহ উপলব্ধি করিতে না পারেন, তবে তাঁহার বিবাহ করিবার আবশ্যক কি? আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি বিবাহ না করিয়াও পার্থিব কার্য্য ও পশু-বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে! পৃথিবীতে এ সকলই হইতে পারে কিন্তু এই অনন্ত কালীন সঙ্গিনী লাভ আর কিছুতেই হইতে পারে না, আর কেহই সঙ্গিনী হইতে পারে না। যদি বিবাহ করিতে হয়, যদি পরমপিতা পরমেশ্বরের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া অপর আর এক জনকে সঙ্গিনী বলিয়া তাহার হস্তগ্রহণ করিতে হয়, তবে সে কথনই এ পৃথিবীর ৫০।৬০ বৎসরের জন্য নহে, তবে সে কথনই কেবল এই সামান্য কয় দিবসের জন্য নহে; তবে সে কথনই এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের জন্য নহে। হে বালিকা যখন তোমার স্বামী বিবাহ কালে তোমার হস্ত গ্রহণ করিয়া অগ্নি-সমক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকিবেন তখন তুমি একবার, অনুরোধ করি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও স্বামিন্! "আপনি কি আমাকে কেবল এই পৃথিবীর জন্য সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিতেছেন, যে দিন আমাদের মৃত্যু হইবে সেই দিনই, তন্মুহুর্ত্তেই কি আমাদের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে? তাহা যদি হয়, তবে আমার হস্ত অনুগ্রহ করিয়া ত্যাগ করুন, আমি আপনাকে ভাল বাসিয়া একদিনে ভুলিব কিরূপে? এই কয় দিনের জন্য যদি বিবাহ হয় তবে আমার বিবাহে আবশ্যক কি?"

যে সম্বন্ধে স্ত্রী স্বামীর হৃদয়ে চির-সঙ্গিনী, যে সম্বন্ধে স্ত্রী স্বামীর হৃদয়-পূর্ণকারিণী দেবী, যে সম্বন্ধ অনন্ত ও অনাদি সেই সম্বন্ধই বিবাহের যথার্থ সম্বন্ধ, আর সেই সম্বন্ধকেই আমরা স্বামীস্ত্রীর চতুর্থ, শেষ ও সকল সম্বন্ধের সার সম্বন্ধ কহি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অংশী সম্বন্ধে স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া কর্ত্তব্য তাহা লিখিত হইল; সম্বন্ধ কথনই আপনা আপনি হয় না; কার্য্য লইয়াই সম্বন্ধ। যাহার সহিত তুমি যেরূপ ব্যবহার কর তাহার সহিত তোমার সেইরূপ সম্বন্ধ হয়। যদি কাহারও সহিত কাহারও কোন লৌকিক বা সামাজিক সম্বন্ধ থাকে তবে সে যদি সেই সম্বন্ধানুযায়ী কার্য্য না করে তবে তাহার সহিত তাহার সে সম্বন্ধ কয় দিন রহে। সুতরাং স্বামী বা স্ত্রী যদি পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা অবগত না থাকেন তবে তাঁহাদের মধ্যে শত্রু সম্বন্ধ ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। ব্যবহারেই সম্বন্ধ দৃঢ় হয়, ব্যবহারেই সম্বন্ধ শিথিল হইয়া যায়। যদি তুমি তোমার স্বামীর সহিত বিবাহের যথার্থ বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে চাহ, তবে তাঁহার সহিত তোমার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা অগ্রে শিক্ষা কর। আমরা বলিয়াছি স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারি সম্বন্ধ; চারি সম্বন্ধে চারি প্রকারের ব্যবহার আবশ্যক, সুতরাং স্ত্রী মাত্রেরই এই চারি সম্বন্ধে

স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ও এই সকল সম্বন্ধ দৃঢ় করিবার জন্যই বা কি কার্য্য করা প্রয়োজন তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক ও সেই রূপ কার্য্য করা উচিত। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই বলিয়া থাকেন যে আমাদের দেশের রমণীগণ সুমাতা বটে কিন্তু সুভার্য্যা নহেন। অর্থাৎ স্ত্রী হইলে যেরূপ স্বামীর সহিত ব্যবহার করিতে হয়, ইঁহারা তাহার কিছুই জানেন না। আমরা আমাদিগের দেশস্থ রমণীগণকে যত দূর বুঝিয়াছি তাহাতে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে তাঁহারা সুমাতা বা সুস্ত্রীর দুইটীর একটীও নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কি আর কি নহে সে বিষয়ে একবারও ভাবিয়া দেখেন না, ভাবিয়া দেখা যে কর্ত্তব্য তাহাও তাঁহাদের মনে একবারও উদিত হয় না, বিবাহিতা হইয়াছেন তাঁহারা জানেন বিবাহিতা হইলে প্রথম "বাটীর বউ" থাকিতে হয়, শ্বশ্রু, ননদিনীদিগকে ভয় করিতে হয়, পরে গৃহিণী হইতে হয়, স্বামীকে অলঙ্কারের জন্য উত্যক্ত করিতে হয়, দাস দাসীদিগকে ভর্ৎসনা করিতে হয় আর যেমন সকলে করিয়া থাকে তেমনি করিতে হয়। তাঁহারা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সকল জানেন না বলিয়াই আমাদিগকে এত কথা বলিতে হইতেছে!

স্ত্রী "অংশী" রূপে স্বামীর সমস্ত পার্থিব কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিলেন। স্বামীর কার্য্য, ধন, মান, যশঃ জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি উপার্জ্জন করা, স্ত্রীর কার্য্য স্বামীর পথে সর্ব্বদা সুখরূপ সুন্দর পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে যাওয়া।

স্বামী মস্তকের স্বেদজল পদতলে নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, স্ত্রীর কার্য্য স্বামীকে সেই পরিশ্রমের মধ্যে শান্তি ও সুখ দান করা। পরিশ্রমে তিনি যাহাতে ক্লিষ্ট না হন, আশাতে যাহাতে তিনি নিরাশ হইতে না পান স্ত্রীর কার্য্য তাহাই করা। কৃষক নিদাঘের দারুণ সূর্য্যোত্তাপে ভূমি কর্ষণ করিতেছে—ও নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করিলে নিকটস্থ সুশীতল বটবৃক্ষ তলে আসিয়া পরম সুখানুভব করিতেছে; প্রখর তপনতাপেও সে ক্লান্ত হইতেছে না, জানিতেছে যে নিকটেই সুশীতল বৃক্ষছায়া আছে একটু শ্রান্তি বোধ করিলেই তথায় যাইয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে। এই কৃষকের নিকট এই বটবৃক্ষ যেরূপ, সংসারে মানবের নিকট স্ত্রীও ঠিক সেই রূপ। বটবৃক্ষ যেরূপ কৃষকের কার্য্যের একরূপ অংশ গ্রহণ করিয়া কৃষককে সোৎসাহে রাখিতেছে স্ত্রীও ঠিক সেইরূপ স্বামীর সাংসারিক কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিয়া স্বামীকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত রাখিবে, স্বামীকে কখনই বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ করিতে দিবে না। স্বামী পরিশ্রম করিতেছেন, স্ত্রী সর্ব্বদাই স্বামীর পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় রহিবে, যখনই দেখিবে যে স্বামী একটু ক্লান্তি বোধ করিতেছেন অমনি সে আসিয়া তাহার হাসি মুখের মিষ্টালাপ দ্বারাই হউক, আর যে প্রকারেই হউক স্বামীর ক্লান্তি দূর করিবে। আমরা ক্রমে এই সকল আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি।

স্ত্রী স্বামীর অংশী হইয়া স্বামীর কতকগুলি কার্য্য নিজ স্কন্ধে লইতেছে; স্বামীর হইয়া সে সেইগুলি করিবে,

কারণ সেই দিক ও সেই সকল কার্য্য দেখিবার স্বামীর অবসর নাই। এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য তাহার যাহা যাহা শিক্ষা আবশ্যক তাহা অদ্য আমরা লিখিব না; সুগৃহিনী হইলে এই সকল গৃহকার্য্য তাহার দ্বারা সুন্দর রূপ সুসিদ্ধ হইবে, সুতরাং "গৃহিনী" নামক এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে সে সকল কথা লিখিত হইবে। সুগৃহিনী হইয়া স্বামীর গৃহ কার্য্যাদির সুশৃঙ্খলা করাই স্ত্রীর অংশীরূপে কেবল একমাত্র কার্য্য নহে; স্বামীর গৃহাদির সুব্যবস্থা করিলে স্বামীর অনেক সাহায্য হয় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে স্বামীর পরিশ্রমের শ্রান্তি দূর হয় না, তাহাতে স্বামীকে পরিশ্রমের মধ্যে শান্তিদান করা হয় না, তাহাতে স্বামীকে ক্লেশের মধ্যেও সুখী করা হয় না। সেই সকল করিবার জন্য স্ত্রীর যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য তাহাই একণে লিখিত হইতেছে।

সর্ব্বদাই সদানন্দ হইতে শিক্ষা কর, সর্ব্বদাই সহাস্যবদনা হও, যদি তুমি যথার্থ স্ত্রী নামের যোগ্যা হইতে চাহ, তবে স্বামীকে কখন তোমার হাসি মুখ ভিন্ন অন্য মুখ দেখিতে দিও না, তোমার মুখে কখন যেন দুঃখের মেঘ উদিত না হয়, তোমার মুখে যেন কখন ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না পায়। জানিও, যদি স্বামীর পরিশ্রম করিতে না হয়, যদি পরিশ্রম বশতঃ শরীরের রক্ত জল করিতে না হয়, তবে তোমার এই সকল হাব ভাব তাঁহার ভাল লাগিতে পারে তাহা হইলে তুমি যাহা কর সকলই তাঁহার নিকট মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু হায়, এ সংসারে

যে সুখের প্রার্থী সে কখনই স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না,— তাহার অতি ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়। মানুষ যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে,—যখন তাহার সেই পরিশ্রম হইতে উদ্ধার হইবার আর কোন উপায় নাই দেখে, তখন সে ব্যাকুল নেত্রে, উৎসাহের জন্য, শান্তির জন্য, সুখের জন্য, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহে, তখন যদি সে সেই মুখে আশ্বাস, হাসি, সুখ, উল্লাস দেখিতে না পায় তাহার পরিবর্ত্তে তথায় যদি বিরক্তি, ক্রোধ, ও অভিমান দেখে তাহা হইলে তখন তাহার মনে কি হয়,—তখন কি তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না,—তখন কি তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়া বলে না "তবে আর কোথায় যাইয়া জুড়াইব।" যদি প্রাণে যথার্থই অভিমান হইয়া থাকে, যদি মনে কোন কারণে যথার্থই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে যখন দেখিবে যে স্বামী বিশ্রাম করিয়া সুস্থ মনে আছেন, তখন তাঁহার গলা জড়াইয়া, তোমার সমস্ত দুঃখ তাঁহার প্রাণে ঢালিয়া দিও, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার সুখ ভিন্ন দুঃখ হইবে না। কিন্তু কখনই অসময়ে, কারণ জানিতে না দিয়া, তাঁহাকে তোমার বিষণ্ণ বদন দেখিতে দিও না। তোমার হাসি মুখ, তাঁহার নিকট দারুণ গ্রীষ্ম কালের সুশীতল বটবৃক্ষের ছায়া, ইহা কখন ভুলিয়া যাইও না। নিজের সুখের বিষয় একেবারে ভাবিবে না, প্রকৃত স্ত্রী আপনার অস্তিত্ব একেবারে ভুলিয়া যাইয়া স্বামীর সুখ কিসে হয় তাহাই দেখিবে; স্ত্রীর সুখ স্বামী দেখিবেন, যদি না দেখেন তবে তিনি স্বামী নহেন। যদি স্ত্রী

হইতে চাহ তবে আপনার সাধ ও আহ্লাদ একেবারে লোপ করিয়া ফেল। ইহা না করিতে পারিলে তুমি কখনই অপরের স্ত্রী হইতে পারিবে না, যে জন্য স্ত্রী হইতেছ ইহা না করিতে পারিলে তোমার সে উদ্দেশ্য কখনই পূর্ণ হইবে না। দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী অনেক স্থলে আপনার মনে সুখ বোধ হইবে বলিয়া এটা বা ওটা চাহিয়া থাকে, কেহ অলঙ্কার চাহে, কেহ বস্ত্র চাহে, কেহবা একটী সুন্দর দ্রব্য চাহিল,— তোমাকে সাজাইতে, তোমাকে সুখী করিতে কি স্বামীর প্রাণে ইচ্ছা হয় না? কেন তুমি তোমার নিজের সুখ দেখ?—তুমি স্ত্রী,—তুমি, স্বামীময় কেন না হইয়া যাও? তুমি স্বামীর সুখই কেন সর্ব্বদা না দেখ? তাই বলিয়া তোমার সজ্জা আবশ্যক নাই তাহা বলিতেছি না,—স্বামীর সন্তোষের জন্য, স্বামীর সুখের জন্য, তোমাকে সাজিতে হইবে, তোমাকে বেশ বিন্যাসও করিতে হইবে, কিন্তু সে গুলি যেন স্বামীর জন্যই করিতেছ এরূপ হয়। হয় তো কাহারও স্বামী নীলাম্বরী পরা, বা নাকে নথ পরা ভাল দেখেন না; স্ত্রী স্বামীর সুখের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন না, নিজ প্রাণে যাহাতে সুখ হয় তাহাই করিলেন,—আমরা স্ত্রীকে এরূপ ব্যবহার করিতেই নিষেধ করিতেছি; ইহাতে আজ স্বামী অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন কিন্তু এই স্বার্থপরতা বশতঃ এক দিবস না এক দিবস দুঃখের উৎপত্তি হইবে; তাহাই বলি যদি প্রকৃত স্ত্রী হইতে চাহ তবে স্বামীর সুখ কিসে হয় তাহাই কেবল চিন্তা কর,—

তাহাতে যদি তোমাকে নৃত্যগীত বাদ্য পর্য্যন্তও শিক্ষা করিতে হয়, তাহাতে যদি তোমাকে তোমার সৌন্দর্য্যকেও নষ্ট করিতে হয়, তাহাতে যদি তোমাকে তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও হারাইতে হয়, তবে তাহাও তোমার করা কর্ত্তব্য। তোমার সুখ বৃদ্ধি করা ও তাহা করিবার জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা তোমার স্বামীর কার্য্য; তাঁহার কর্ত্তব্য বুঝিয়া তিনি কার্য্য করিবেন, তোমার কর্ত্তব্য বুঝিয়া তুমি কার্য্য কর। স্ত্রীর যদি স্বামী ভিন্ন নিজের স্বার্থ বোধ থাকিল, স্ত্রী যদি মনে মনে ভাবিল যে এটী বা ওটীতে আমার স্বামীর স্বার্থ নাই,—উহা আমারই; ইহাতে আমার সুখোদয় হইতেছে তবে আমি ইহা করিব, এরূপ যিনি ভাবিবেন বা করিবেন, তিনি প্রকৃত স্ত্রী নহেন।

যেমন সূর্য মুখী ফুল কেবল সূর্য্যের দিকেই চাহিয়া থাকে, সূর্য্য ঘুরিল তো সেও ঘুরিল, প্রকৃত স্ত্রীরও ঠিক সেই রূপ স্বামীর দিকেই চাহিয়া থাকা কর্ত্তব্য; আপনার দিকে এক বারও দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য নহে; করিবার আবশ্যকই বা কি? স্বামী না থাকিতেন তাহা হইলে আবশ্যক হইত সন্দেহ নাই। স্বামী কোন কথাটী বলিলে সন্তুষ্ট হন, কোন দ্রব্যটী দেখিতে ভাল বাসেন, কোনটী আহার করিলে পরিতুষ্ট হয়েন, ইত্যাদি বিষয় স্ত্রী যত্ন সহকারে অবগত হইতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবেন। কিরূপ সজ্জিতা হইলে, কিরূপ কথা কহিলে, কিরূপ আচরণ করিলে স্বামীর মনে সর্ব্বদাই সুখবোধ হয়, তাহা অবগত হইয়া সেইরূপ কার্য্য করাই প্রয়োজন। কেবল ইহাই নহে, স্বামী ক্লান্ত

হইয়াছেন, তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে শান্তিদান কর, স্বামীর মন অস্থির হইয়াছে তুমি তাঁহাকে মিষ্ট কথায়, সঙ্গীতে, আর যাহাতেই পার সুখী কর; স্বামী কোন বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন,* তুমি যাইয়া তাঁহার মনে আশা ও উৎসাহ দান কর। স্ত্রীর জন্য স্বামী অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহার ধন, মান, যশঃ, জ্ঞান, ধর্ম্ম সকলই স্ত্রীর; সুতরাং কোন দ্রব্য উপার্জ্জন করিবার জন্য স্ত্রীর আর নিজের পরিশ্রম করিবার আবশ্যক হইতেছে না, তবে যে তিনি স্ত্রীকে এ সংসারের অংশীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সে কেবল স্ত্রী তাঁহার হৃদয়ের বল, পরিশ্রমের শান্তি, দুঃখের সুখ হইবে বলিয়াই; স্ত্রী যদি এ সকল না হন, স্ত্রী যদি স্বামীর একটী ভার স্বরূপ হয়েন, স্ত্রী দ্বারা যদি তাঁহার কোন উপকারই না হইল, তবে তাঁহার বিবাহের আবশ্যকছিল কি? তবে তিনি কিজন্য নিজ অদৃষ্টের সহিত, নিজ সুখ দুঃখের সহিত আর এক জনের সুখ দুঃখ জড়িত করিলেন? তবে তাঁহার আর এক জনকে নিজ কার্য্যের অংশী রূপে গ্রহণ করিয়া লাভ হইল কি? তুমি স্ত্রী, তুমি স্বইচ্ছায় সংসার ক্ষেত্রে অংশীরূপে আর এক জনের হস্ত গ্রহণ করিয়াছ, তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য বুঝিয়া সেইরূপ কার্য্য না কর তবে তোমাদের এ অংশী সম্বন্ধ কয় দিন বহিতে পারে? হয়তো সমাজ বন্ধনে লোকতঃ তুমি পরের স্ত্রী থাকিলে কিন্তু যখন তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধানুযায়ী কার্য্য নাই তখন আবার তোমাদের সম্বন্ধ কি? তখন অনতিবিলম্বে দুই জনের বিচ্ছিন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য। আর যদি তুমি নিজ কর্ত্তব্য সকল বুঝিয়া, স্বামীর

সংসার ক্ষেত্রে যথার্থই নিদাঘের সুশীতল বটবৃক্ষের ছায়া হইতে পার, আর তুমি যদি যথার্থই স্বামীকে সেবা করিয়া, পরিচর্য্যা করিয়া, পরিতুষ্ট করিয়া বা অন্য যেমন করিয়াই হয় সুখী করিতে পার ও সর্ব্বদা তাঁহাকে পরিশ্রম, হতাশ, আক্ষেপ, শোক ও দুঃখের মধ্যে উল্লাস চিত্তে রাখিতে পার তাহা হইলে তোমাদিগের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে। স্বামী যদি তোমার নিকট আসিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতে পারেন, সকল পরিশ্রমের শান্তি বোধ করেন, হৃদয়ে স্বতঃই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন তাহা হইলে আর তিনি কোথায়ও যাইবেন না, তোমাকেই তাঁহার শান্তি, আশ্রয় সুখ ও সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিয়া তোমার নিকট কি সুখে কি দুঃখে সর্ব্বদাই ছুটিয়া আসিবেন।

মানব প্রকৃতি এক নহে, সকলের একরূপ কার্য্য বা একরূপ দ্রব্যে সন্তোষ হয় না, তাহা যদি হইত তাহা হইলে আমরা এই স্থানে স্ত্রী মাত্রেরই স্বামীর নিকট প্রত্যহ এই সময়ে এই কার্য্য, ঐসময়ে ঐকার্য্য, করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি লিখিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমার যাহাতে সন্তোষ, তোমার তাহাতে নহে, এই জন্য স্ত্রী, স্বামীর কিরূপ আচরণে সন্তোষের উৎপত্তি হয়, তাহা চেষ্টা করিয়া অবগত হইয়া, সেইরূপ কার্য্য করিবেন; উপরে এই বিষয়ের কয়েকটী সঙ্কেত মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিয়া পাঠ করিলে স্ত্রী মাত্রেরই অংশী সম্বন্ধে, স্বামীর সহিত কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য ও কি কি কার্য্যই বা করা প্রয়োজন তাহা একরূপ সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"স্ত্রী" সম্বন্ধে স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

স্বামীর সহিত স্ত্রীর দ্বিতীয় সম্বন্ধ "স্ত্রী।" ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার জন্য, মানবজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য, সন্তানোৎপাদন করিবার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এই সম্বন্ধ। সংসারে যদি অন্য প্রকারে সচ্ছল থাকে তাহা হইলে সন্তান একটী সুখের দ্রব্য ; সুতরাং এ বিষয়ে যাঁহারা বঞ্চিত তাঁহারা সুখের একটী প্রধান অংশের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে সম্বন্ধ বশতঃ মানবের জন্ম হইতেছে সে সম্বন্ধ যে অতি গুরুতর সম্বন্ধ তাহা বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় ইহা কেহ বুঝেন না, বুঝাইলেও লজ্জার বিষয় মনে করিয়া কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া পলায়ন করেন। যেমন অংশী সম্বন্ধে স্ত্রীর গৃহকার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়, না হইলে গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় না স্ত্রী সম্বন্ধে ও স্ত্রীর জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, না শিখিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও সন্তান নানা রূপে পীড়িত হইয়া থাকে। প্রথম বিষয়গুলি যেরূপ "গৃহিনী" নামক পুস্তকে লিখিত হইবে, দ্বিতীয় বিষয়গুলি সেইরূপ "নারী দেহতত্ত্বে" লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ও স্ত্রীর এই সম্বন্ধ বশতঃ যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য তাহাই নিম্নে লিখিত হইতেছে।

এই সম্বন্ধ বশতঃ স্ত্রীর প্রথম কার্য্য ভাল বাসার বৃদ্ধি সাধন করা, দ্বিতীয় কার্য্য স্বামীকে মুগ্ধ করা, তৃতীয় কার্য্য স্বামীর সন্তোষোৎপাদন করা। যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দৃঢ় প্রণয় নাহি, যে স্বামী স্ত্রীকে না দেখিলে প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে বিবেচনা না করেন, যে স্ত্রী স্বামীর বিরহে চতুর্দ্দিক অন্ধকার না দেখেন তাহাদিগের মধ্যে এই সম্বন্ধ থাকা কেবল গর্হিত নহে, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি তাহা মহাপাপ। সেই জন্য বলিতেছি অগ্রে ভালবাসার বৃদ্ধি সাধন যাহাতে হয় তাহা কর। যে ভালবাসাতে স্বামী স্ত্রীর এই সম্বন্ধ ঘনীভূত করে তাহার প্রথমে পরস্পরের গুণে বা রূপে মুগ্ধ হওয়া চাই; যেমন করিয়া পার স্বামীকে মুগ্ধ কর। এক জনকে মুগ্ধ করা লোকে যত কঠিন কার্য্য মনে করে, সত্য ইহা তত কঠিন কার্য্য নহে। অপরিচিতের সঙ্গে সৌন্দর্য্য ভিন্ন অন্য প্রকারে অপরকে মুগ্ধ করা এক রূপ অসম্ভব; সৌন্দর্য্যও রুচিভেদে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। আমি যাহাকে পরম সুন্দরী বিবেচনা করিয়া দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলাম, তুমি তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া দূরে থাকুক হয় তো তাহাকে সুন্দরীই বিবেচনা করিলে না। কিন্তু যাঁহাকে আমি জানি, যাঁহার হৃদয়ের ভাব ও ইচ্ছা আমি অনেক বুঝিতে পারি, কোন্ প্রকারের সৌন্দর্য্য ও কোন্ গুণে তাঁহাকে সহজে মুগ্ধ করিতে পারে, তাহা যদি আমি জানি, তাহা হইলে সেই রূপ কার্য্য করিয়া, তাঁহাকে আমার মুগ্ধ করিতে কতক্ষণ বিলম্ব

হয়? এই জন্য স্ত্রীর স্বামীর হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া ইহা পাঠ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; চেষ্টা করিলে কিসে তিনি মুগ্ধ হন তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না। এই মন্ত্র অবগত হইয়া সেই রূপ কার্য্য করিলে, তিনি স্ত্রীকে ঘৃণা করিলেও কয়েক দিনের মধ্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। মানব কাহারও সৌন্দর্য্যে বা গুণে মুগ্ধ হইলে প্রথমে তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে বড়ই ব্যাকুল হয়; তৎপরে তাহার সহিত কথা কহিতে ও বসবাস করিতে ইচ্ছুক হয়। ক্রমে, ইহা হইতে ঘনিষ্টতা দৃঢ়ীভূত হইয়া, প্রেমপাত্রের হস্ত ধারণ করিতে আলিঙ্গন করিতে, মুখ চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়; এই রূপে প্রেম ক্রমেই ঘনিভূত হইয়া শেষে ভয়ানক প্রবল হয়। স্ত্রীর স্বামীর সহিত "স্ত্রী" সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য এই রূপ কার্য্য ক্রমে ক্রমে করা কর্ত্তব্য। যদি এইরূপে উভয়ের মধ্যে প্রণয় ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ঘনিভূত না হয় তবে আমরা বলিব যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যথার্থ স্ত্রী সম্বন্ধ হয় নাই, কেবল তাঁহাদের পশুবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে মাত্র। পশুদিগের এ বিষয়ে পরস্পরের যে রূপ সম্বন্ধ তাঁহাদের সম্বন্ধও ইহা হইতে উত্তম নহে। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বামীকে মুগ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রেম দৃঢ়ীভূত করা স্ত্রী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যদি এরূপ প্রণয় তাঁহাদের মধ্যে না হয় তবে এসংসারে সুখী হইবার ইচ্ছা বিড়ম্বনা মাত্র!

কিন্তু এ প্রেম, এ ভালবাসা যেমন দেখিতে দেখিতে

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি দেখিতে দেখিতে লোপও পাইয়া যায়। মুগ্ধতার উপর এ ভালবাসার ভিত্তি;—মানবের মুগ্ধতার পরিবর্ত্তন হয়; আজ যে বিষয়ে আমি মুগ্ধ হইলাম, কাল আর সে বিষয়ে মুগ্ধ হওয়া দূরে থাকুক তাহা আর আমার ভালও লাগে না। সুতরাং স্ত্রী যদি কেবল এই ভালবাসার বৃদ্ধি সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে সময়ে স্বামীর ভালবাসার হ্রাস হইতেছে, ক্রমে এমন সময় আসিবে যে তাঁহাকে স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিতা হইতে হইবে। যেমন লোকে পাখী যত্নে পোষে, তাহাকে এক দিবস অযত্ন করিলে যেমন পরদিবস সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই ভালবাসাকেও স্ত্রীর তেমনি যত্নে লালন পালন করিতে হইবে,—এক দিন অসাবধান হইলে পর দিবস দেখিবেন যে স্বামীর ভালবাসা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে; তিনি অদ্য যাহাতে মুগ্ধ হইলেন, কাল আর তাহাতে হইবেন না; যে প্রকৃত স্ত্রী সে সর্ব্বদাই স্বামীর হৃদয়ের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে, যেই দেখিল স্বামীর হৃদয়ে পরিবর্ত্তন হইল, স্বামী অমুক প্রকার কার্য্য করিলে তবে এখন মুগ্ধ হন, অমনি সেও সেইরূপ করিল। অনেক ক্লেশে ও অনেক পরিশ্রমে সংসারে সুখ লাভ হয়, স্বামী কঠিন পরিশ্রম করিবে, আর স্ত্রী কেবল পায়ের উপর পা দিয়া নবনীত বিনিন্দিত কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে আর কেবল একবার বেশবিন্যাসের জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিবে। হায়,

তাহা যদি হইত তবে আর দুঃখ ছিল কি? স্ত্রী হওয়া সহজ নহে, গভীর জলের নিম্নে যাইতে না পারিলে মুক্তা লাভ হয় না।

হয় তো কেহ কেহ বলিবেন এত করে কে? এত করিতে যদি না পারিবে তবে বিবাহ করিতে বলিয়াছিল কে? এই সকল না করিলে বিবাহে সুখ নাই; সুখের জন্যই তো বিবাহ করিয়াছিলে? যদি বিবাহের সুখের মন্দিরে উপস্থিত হইবার জন্য যে কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া যাইতে হইবে, সেই পথের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিবে তবে বিবাহ করিতে আসিলে কেন? যখন বিবাহ করিয়াছ, তখন আর উপায় নাই, এ পথে একবার আসিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করা যায় না, হয় এই কণ্টকময় পথে অনন্ত কাল বাস করিয়া ইহার অনন্ত যন্ত্রণা সহ্য কর নতুবা অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, অদূরে আনন্দ-আলয়ে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতেছে, একবার যদি এই পথের কষ্ট ভোগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পার, তবে স্বর্গ সেই, স্বর্গ সেই, স্বর্গ সেই! আর স্বর্গ কোথায়?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সখা সম্বন্ধে স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

যে দুইটী সম্বন্ধ সকলে বুঝিয়া থাকেন সেই সম্বন্ধে স্ত্রীর কর্ত্তব্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল। এক্ষণে স্বামী স্ত্রীর তৃতীয় সম্বন্ধ বিষয়ে স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি—তাহাই নিম্নে লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। বন্ধুত্ব কিরূপে হয়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; সেই বন্ধুত্ব কিসে স্থায়ী হয় তাহাই এক্ষণে লিখিত হইবে। স্ত্রী স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে তবে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব সুখজনক হয় তাহাই আমরা লিখিতে চেষ্টা করিতেছি; বলা বাহুল্য যে বন্ধুত্ব রক্ষা একজনের দ্বারা হয় না; উভয় বন্ধুই যদি সমান ব্যবহার না করেন তবে বন্ধুত্ব কখনই রহে না। সকল ভাল দ্রব্য লাভেই বিপদের আশঙ্কা আছে; উভয়ের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব যদি একবার ছিন্ন হয় তবে তাহাদিগের মধ্যে প্রায়ই ঘোর শত্রুতার উৎপত্তি হয়। সুতরাং যেমন করিয়া হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব রক্ষা করা চাহি, যদি বন্ধুত্ব ভঙ্গ হয় তবে ঘোর বিপদ, সুখের পরিবর্ত্তে তাহা হইলে জলন্ত দুঃখের জন্ম।

বন্ধুত্ব ছিন্ন করিবার প্রধান শত্রু কপটতা। যদি বন্ধু-

লাভ করিয়া যথার্থ ভাগ্যবান হইয়া থাক তাহা হইলে একেবারে কপটতা কাহাকে বলে তাহা ভুলিয়া যাও, অন্তত্র কপটতা করিতে করিতে যদি অভ্যাস বশতঃই বন্ধুর নিকট কপটতা করিয়া ফেল ও একবার যদি তিনি জানিতে পারেন বা সন্দেহ করেন যে তুমি তাঁহার সহিত কপটতা করিতেছ, তুমি তোমার মনের কথা তাঁহার নিকট গোপন করিতেছ, সকল কথা তুমি তাঁহাকে বলিতেছ না, তাহা হইলে অতি সুদৃঢ় বন্ধুত্বও এক মুহূর্ত্তে লোপ হইবে, বন্ধুত্ব শৃঙ্খল একবার ছিন্ন হইলে আর তাহা কখন সংযোজিত করিতে পারা যায় না। তাহাই বলি,—অতিশয় সাবধান হও। সরলতা শিক্ষা কর,—বন্ধুর নিকট সরলতার ন্যায় আদরের দ্রব্য আর কিছুই নাই; সরলতা যত বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে আর কিছুতেই তত করে না। যখন যে ভাবই মনে উদয় হউক না, যাও বন্ধুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত তাঁহার হৃদয়ে ঢালিয়া দেও—তিনিও তাহা হইলে তোমায় ঐরূপ করিবেন। তখন তোমরা দুই বন্ধুতে যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে তাহা হইতে বিমলতর আনন্দ জগতে আর কিছুই নাই।

বন্ধুর নিকট লজ্জাকে একবারে বিদায় প্রদান করিতে হইবে। যদি ইচ্ছা করিয়া বন্ধুর নিকট কোন কথা গোপন নাই কর, কিন্তু লজ্জাবশতঃ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলে না, এরূপ হয় তবে সে বন্ধু তোমার বন্ধুই নহে তবে তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে কখনই বন্ধুত্ব রহিবে না। অনেক সময়ে বন্ধু তোমার গোপনের কারণ বুঝিবেন

না,—কারণ অনুসন্ধান করিতেও তাহার ইচ্ছা হইবে না, তিনি কেবল তুমি যে তাঁহার নিকট কিছু গোপন করিলে ইহাই মনে করিবেন; আর এরূপ ভাব যখনই বন্ধুর মনে হইবে, তখনই তথা হইতে বন্ধুত্ব বেগে পলায়ন করিবে। সুতরাং বন্ধুর মধ্যে লজ্জার বিষয় কোন প্রকারেই কিছু থাকিবে না। এমন কিছুই থাকা তাহাদের মধ্যে কর্ত্তব্য নহে যাহা লজ্জাবশতঃ একজন অপরকে বলিতে পারেন না, বা বলিতে আপনাকে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করেন। যদি যথার্থ বন্ধু হইতে চাহ ও যথার্থ বন্ধু লাভ করিতে চাহ তবে বন্ধুকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ মনে করিও,. তিনি যত তোমার স্বার্থ বুঝিবেন পৃথিবী মধ্যে আর কেহই তত বুঝিবেন না এ বিশ্বাস থাকা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তিনি যত তোমার ভাল বুঝিবেন ও দেখিবেন আর কেহই তত দেখিবেন না, এই প্রত্যয় তোমার হৃদয়ের হৃদয়ে গাঁথা থাকা কর্ত্তব্য; কি ভাল কথা, কি মন্দ কথা, কি গভীর জ্ঞানের কথা, কি অতি সামান্য রসিকতা সকল কথা কহিবার লোকই যে তিনি ইহা তোমার সর্ব্বদাই বিবেচনা করিয়া সেইরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যতই এইরূপ করিবে, ততই বন্ধুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, যতই বন্ধুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ততই বুঝিবে যে বন্ধুত্ব কি বিমল আনন্দ; সে আনন্দ যে উপভোগ করে নাই সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না।

বন্ধুকে কখন অবিশ্বাস করিওনা; অবিশ্বাসের ন্যায় শত্রু বন্ধুত্বের আর নাই। কোন প্রকারে কোন বিষয়ে যদি

তোমার বন্ধুর প্রতি অবিশ্বাস হইল তাহা হইলে বন্ধুত্ব আর আর এক মুহূর্ত্তও রহিবে না। তিনি কোন কার্য্য করিলেন,—তাহাতে তুমি যদি তোমার ক্ষতি স্পষ্টও দেখিতে পাও তাহা হইলেও বন্ধুকে অবিশ্বাস করিও না; বন্ধু যাহা করিবেন তোমার ভালর জন্যই করিবেন; বন্ধু যদি তোমার গলা কাটিয়া ফেলেন তাহা হইলেও নিঃশব্দে তাহা সহ্য করিবে,—এমন কি তখনও বন্ধুকে অবিশ্বাস করিও না। যে মুহূর্ত্তে বন্ধুকে অবিশ্বাস করিবে সেই মুহূর্ত্তেই বন্ধুত্বের লোপ হইবে; কেবল লোপ নহে,—হৃদয়ের সেই শূন্যস্থানে মর্ম্মান্তিক বেদনা লাগিয়া ঘোর শত্রুতার উৎপত্তি হইবে। জানি এ সকলই অতি কঠিন কার্য্য, জানি এ সকল করা, এরূপ বন্ধুলাভ করা, ও তৎপরে এইরূপে সেই বন্ধুত্ব রক্ষা করা অতি কঠিন কার্য্য, কিন্তু অন্য আর উপায় নাই,—প্রকৃতির নিয়মই এই, বিনা বিপদের শঙ্কায়, বিনা ক্লেশে কোন সুখই লাভ করিবার যো নাই; এই সকল কঠিন কার্য্য না করিলে বন্ধু লাভের যে বিমল আনন্দ তাহা উপভোগ হয় না; আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্ত্রীর সহিত যদি বন্ধুত্ব না হইল তবে আর সেরূপ স্ত্রীতে প্রয়োজন কি? তবে আর সেরূপ বিবাহে আবশ্যক কি?

যদি বন্ধুত্ব রাখিতে চাহ, যদি বন্ধুত্বশৃঙ্খল দৃঢ় করিতে চাহ তবে উভয়ের মধ্য ভেদাভেদ, লজ্জা, দ্বিধা ইত্যাদি একেবারে রাখিও না। যদি বন্ধুর নিকট মন খুলিয়া হাসি তামাসা করিতে পার, যদি বন্ধুর নিকট মন খুলিয়া সব কথা কহিতে পার, যদি বন্ধুর স্বার্থে ও নিজ স্বার্থে কোন

প্রভেদ দেখিতে না পাও, কি সুখে কি দুঃখে, কি বিপদে কি আপদে সর্ব্বদা যদি বন্ধুকে আপন কার্য্যের ভিতর লইয়া কার্য্য করিতে পার, তাহা হইলেই বন্ধুত্ব রক্ষা হয়, তাহা হইলেই বন্ধুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, নচেৎ আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং স্ত্রীর স্বামীর সহিত এইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য, নতুবা তাঁহাদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া, বা থাকা দুই সম্পূর্ণ অসম্ভব।

জিজ্ঞাসা করি স্বামীর সহিত কি স্ত্রীর এরূপ ব্যবহার করা অসম্ভব? স্ত্রী কি স্বামীকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন না? স্ত্রী কি স্বামীর নিকট সমস্ত লজ্জাকে বিদায় দিতে পারেন না? স্ত্রী কি স্বামীকে মন খুলিয়া সকল কথা কহিতে পারেন না? যদি কোন স্ত্রীর পক্ষে এই সকল কার্য্য অসম্ভব বা কঠিন বলিয়া বোধ হয় তবে তো তিনি সম্পূর্ণই স্ত্রী নামের অযোগ্য। তাঁহার ন্যায় লোকের পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার বলিতেছি স্বামীর সহিত স্ত্রীর যত সহজে বন্ধুত্ব হয় অন্য কাহারও সহিত তত সহজে হয় না; এরূপ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব না হওয়া বা বন্ধুত্ব না থাকা কি ঘোর লজ্জার কথা নহে? যে সকল কার্য্য করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলিয়া উপরে লিখিত হইল সেই সকল কার্য্য কি বড় কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হয়? যদি স্ত্রী স্বামীর সহিত এরূপ ব্যবহার না করিতে পারেন তবে তাঁহাকে আমরা বিবাহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করা যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিতে পরামর্শ দি।

হায়, স্ত্রীর পক্ষে বা স্বামীর পক্ষে পরস্পরের সহিত এরূপ ব্যবহার করা নিতান্তই সহজ, এখন অনেকে তাহা কতক বুঝিতে পারিয়াছেন। স্বামী ও স্ত্রীতে যে যথার্থ প্রকৃত বন্ধুত্ব থাকা বিশেষ আবশ্যক তাহাই অনেকে অবগত নহেন; আবশ্যক কি না সে বিষয়ে কেহ একবার ভাবিয়াও দেখেন না। এখন আমরা বলিলাম, এই কথা শুনিয়া হয়তো অনেকেই হাসিবেন, বলিবেন—"স্ত্রীর সহিত অত সত ভাল লাগে না, স্ত্রী আছে তো স্ত্রীই আছে,—আবার অত কি।" হয় তো অনেক ভগিনী কহিবেন—"হাঁ স্বামীর সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব?" হায়, যদি এ প্রয়োজন লোকে বুঝিত তবে ইহার সংঘটন এত কঠিন মনে করিত না, বা এই বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করা অসম্ভব মনে করিত না; তাহা হইলে এত দিন গৃহে গৃহে স্বামী স্ত্রীতে মধুর সৌহৃদ্য দর্শন করিতে পাইতাম; তাহা হইলে সংসারে লোক এত দুঃখ বোধ করিত না; তাহা হইলে কেহই সংসারকে শ্মশান বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিত না।

যাহা বলিয়াছি তাহাতেই কি ইহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয় নাই,—যাহা বলিলাম তাহা শুনিয়াও কি কেহ মনে করেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব নিতান্ত আবশ্যক নহে? যদি এই সকল শুনিয়াও কেহ এরূপ থাকেন যে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল না, তাঁহাকে আমরা আর অধিক কথা বলিতে চাহি না;—তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আমরা দূরে থাকিতে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদিগের

সানুনয় নিবেদন,—যাঁহারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব সংঘটন কত প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদিগকে বলি,— একটু চেষ্টা করিলে যে কার্য্য এক্ষণে ভয়ানক কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা অতি সহজ কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি হইবে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব অতি সহজে হইবে তৎপরে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যদি উভয়ের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে বিনা আয়াসে ও বিনা কষ্টে বন্ধুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কিসে বন্ধুত্ব স্থায়ী ও দৃঢ় হয় এবং কিসেই বা লোপ পায় তাহা উপরে সংক্ষেপে যতদূর সম্ভব তাহা লিখিত হইয়াছে। স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত সর্ব্বদা ঐরূপ ব্যবহার করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিবে; ক্রমে এত দৃঢ় হইবে যে সে বন্ধুত্ব নষ্ট হইবার আর কোন সম্ভবই থাকিবে না।

স্ত্রী লাভ করিয়া মানুষ যে সুখ ইচ্ছা করে স্ত্রীর সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব না হইলে তাহার অর্দ্ধেকও লাভ হয় না। যথায় স্ত্রীর সহিত বন্ধুত্ব নাই, তথায় স্ত্রীর সহিত দাসী সম্বন্ধ ও পাশব সম্বন্ধ ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধই নাই। আমরা গৃহে গৃহে কি এই রূপ দেখিতেছি না? বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে স্ত্রীর সহিত স্বামীর কি অন্য কোন সম্বন্ধ আছে? স্ত্রী দাসী ভিন্ন স্বামীর আর কিছুই নহে,—স্ত্রী স্বামীর ক্রীড়ার দ্রব্য, ভোগের দ্রব্য ও বিলাসের দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামীর সহিত যে স্ত্রীর পবিত্রতাময় সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা আমরা কয় জন অবগত

আছি, বলিলে কয়জন তাহা বুঝিতে পারি বা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি? যদি জগতে দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিতে পতিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দ না করিতে, যদি সংসারে "মরিলাম, মরিলাম," শব্দ উত্থিত হইয়া নীলাকাশ পূর্ণ না করিত, তবে বলিতাম যাহা আছে তাহাই থাকুক, তোমরা সকলে যেরূপ আছ সেই রূপই থাক। কিন্তু তাহা থাকিতে পার কই, যন্ত্রণায় অধীর হও কেন? যদি সংসারে বড়ই ক্লেশ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে তবে আমরা যাহা যাহা বলিতেছি সেইরূপ কার্য্য কর; সুখের মন্দিরে যাইবার পথ কখনই সুখের হইতে পারেনা, সুখের পথ দিয়া যাইতে চাহ তো শেষে দুঃখের অগ্নিতে যাইয়া পতিত হইতেই হইবে। তাই বলি ভুলিয়াও কখনই সুখের পথে যাইও না, ক্লেশের পথ দিয়া যাও, কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া কষ্ট সহ্য করিতে করিতে যাও, তাহাতে শেষে যে সুখ পাইবে, তাহা ও শেষে যথায় উপস্থিত হইবে করুণাময় পিতা আমাদিগকে সেই সুখ ও সেই সুখময়, আনন্দময় স্বর্গ ধামের বিমল সুখ-ভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সঙ্গিনী সম্বন্ধে স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ সমূহে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সকল শুনিয়া যিনি ভাবিয়াছেন এ সকল করা অসাধ্য, এরূপ স্ত্রী হওয়া একরূপ অসম্ভব, এরূপ বিবাহের কথা তো কেহই জানেন না, এখন যাহা আমরা বলিতে যাইতেছি তাহা শুনিলে হয় তো তিনি একেবারে হতজ্ঞান হইবেন।

এ জীবন অনন্তকাল স্থায়ী, সেই অনন্ত কালের সঙ্গিনী হইলে তোমার কি কি কর্ত্তব্য ও তাহা যে কত গুরুতর তাহা বলা বাহুল্য। অনন্ত কালের জন্য অন্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিতে পারে এমন দ্রব্য এ পৃথিবীতে কি আছে? কি পাইলে ও কি করিলে, তবে দুইটী হৃদয় আর বিচ্ছিন্ন হয় না? মরিলেও যাহারা আর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে না, মরিলেও যাহারা আর উভয়কে উভয়ে ভুলিতে পারে না এরূপ দৃঢ় শৃঙ্খল জগতে আর কি আছে? যাহা দ্বারা এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যপার সংঘটিত হয় তাহা কি? মরিলে এ শরীর থাকে না, পার্থিব সৌন্দর্য্য মৃত্যুর পর এক মুহূর্ত্তও রহে না; হৃদয় ভিন্ন মানবের মৃত্যুর পর সকলই পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। এই হৃদয়ের সহিত হৃদয়কে বাঁধিতে হইবে! এমনই একটি সুদৃঢ়

শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিতে হইবে যাহা মরণের ন্যায় বিপর্য্যয়েও ছিন্ন হইবে না। ইহা করিতে হইলে যাহা করিতে হইবে তাহা কখনই সহজ নহে; আর ইহা না করিতে পারিলেও প্রকৃত বিবাহ নহে, এই জন্যই প্রথমে আমরা বলিয়াছিলাম যে বিবাহ কি বুঝিতে পারিলে লোকের বিবাহের নামে যত আনন্দ হয় তত আনন্দ আর হইবে না, বরং আনন্দের পরিবর্ত্তে ভীতির সঞ্চার হইবে।

ভালবাসা ভিন্ন হৃদয়কে আকর্ষণ করে এমন পদার্থ জগতে আর কিছুই নাই। হৃদয়কে হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ করিবার জন্য এই ঐন্দ্রজালিক শক্তি ভিন্ন জগতে আর কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ইহা দ্বারা দুইটী হৃদয়কে সম্বন্ধ করিতে হইবে। এই গুরুতর ব্যাপার যে সে ভালবাসা দ্বারা সম্পন্ন হইবার কখনই সম্ভাবনা নাই; যে ভালবাসার পরিবর্ত্তন নাই, যাহার লোপ নাই, যাহা অনন্ত সেই ভাল-বাসা ভিন্ন অন্য ভালবাসার দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভবই নাই। সুতরাং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে যাহাতে এই ভালবাসার উৎপত্তি হয় তাহাই করিতে হইবে, তৎপরে যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্রুপ আচরণ ও সেই রূপ চেষ্টা করিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত তিন সম্বন্ধ বশতঃ তিন প্রকার ভাল বাসা, অর্থাৎ প্রণয়, প্রেম ও প্রীতি, যতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে ততদূর না হইলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই সঙ্গিনী সম্বন্ধ হওয়া বা করিবার চেষ্টাকরা বিড়ম্বনা মাত্র। যখন এই সকল সম্বন্ধ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দৃঢ় হইয়াছে ও যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যেরূপ

হওয়া আবশ্যক তাহা সম্পূর্ণ রূপ হইয়াছে, তখন এই পবিত্র অনন্ত সুখ-দায়ক ও স্বর্গীয় সঙ্গিনী সম্বন্ধ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা যদি হয়,—যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই সকল সম্বন্ধ ও এই সকল ভাল বাসা প্রকৃতই হয় তখন স্বামী স্ত্রী উভয়েই চেষ্টা করিবেন যাহাতে তাঁহাদের মন হইতে ভালবাসার ভেদাভেদ একেবারে দূর হইয়া যায়। উল্লিখিত ভাল-বাসা সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, হৃদয়ে আপনা আপনিই এই অনন্ত ভালবাসার সৃষ্টি হইবে। ভালবাসা এক বার বৃদ্ধি হইবার পথ পাইলে আর কখন ক্ষান্ত হয় না, ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই রূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ইহা কোথায় গিয়া শেষ হয় বা একেবারে শেষ হয় না তাহা যিনি প্রেমময় ও প্রেমের আকর তিনি ভিন্ন আর কে বলিতে পারেন? যখন এই রূপ অবস্থা হইবে তখন উভয়কে উভয়ে কেবলই ভাল বাসিবে,—হৃদয়ের যত ভাল-বাসা সকলই উভয়ে উভয়ের হৃদয়ে ঢালিয়া দিবে, ভাল-বাসার যত বৃদ্ধি হইবে, ততই উভয়ে উভয়কে ভালবাসায় ডুবাইয়া দিবে।

এ সংসারে ভালবাসার নামই পূজা, এসংসারে ভালবাসার নামই উপাসনা। উপাসনা করিলে, প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর সেই প্রার্থনা শুনিয়া, আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করেন কি না তাহা আমরা নিশ্চয় জানি না, তবে ইহা আমরা জানি ও সকলেই দেখিয়াছি যে প্রার্থনা করিলে অন্তরে শান্তির উদয় হয়, হৃদয়ে কোথা

হইতে বল আইসে, মনে ভয়ানক উৎসাহ হয়। কেন হয়? মন, ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া, প্রাণের সঙ্গী বলিয়া, মন খুলিয়া বল ভরসা সকলই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করে বলিয়াই, এ সন্তোষ ও এ বল প্রাপ্ত হয়। করুণাময় জগদীশ তিনি কি জানিতেননা, যে তাঁহাকে লোকে দেখিতে পাইবে না, তাঁহাকে লোকে বুঝিতে পারিবে না,—অথচ প্রতি মূহুর্ত্তেই লোকের পূজার প্রয়োজন, ও উপাসনার আবশ্যক হইবে? এ অভাব কি তিনি মানবের পূর্ণ করেন নাই? মানবকে তিনি জ্ঞান দিয়াছেন, মানব যদি না বুঝে তবে তিনি কি করিতে পারেন? তিনি মানব যাহাকে সহজে ভালবাসিতে পারিবে তাহাকেই প্রাণের সঙ্গিনী করিয়া দিলেন। একবার ভাব দেখি যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ভালবাসা হইতে পারে কি না? অন্ধ ভালবাসা, ভালবাসার জন্য ভাল বাসা, যে ভালবাসার কারণ নাই,—যে ভালবাসা না বাসিয়া থাকা যায় না, এরূপ ভালবাসা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হইতে পারে কি না? এ ভালবাসায় রূপ চাহি না, গুণ চাহি না,—এ ভালবাসায় কিছুই চাহি না,—ভাল না বাসিলে প্রাণের ভিতরকার ভালবাসার স্রোত না খুলিয়া দিলে, প্রাণ যেন শূন্য শূন্য রহে এই জন্য এই ভালবাসা, এ পূজার জন্য ভালবাসা; এ অনন্ত কালের অনন্ত সঙ্গিনীর জন্য ভাল বাসা।

তোমার রক্ষাকর্ত্তা তোমার আশ্রয়দাতা, তোমার বিপদের বন্ধু, তোমার ইহকাল ও পরকালের গতি তোমার দেবতা, তোমার বিধাতা, তোমার সকলি,—তোমার স্বামী,

এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ কর; তিনি তোমার সকলই তিনিই তোমার পূজার দ্রব্য, বিপদে পড়িলে তাঁহাকেই ডাকিতে হইবে, দুঃখে তাঁহারই হৃদয়ে যাইয়া কাঁদিয়া পড়িতে হইবে, সকল সময়েই তিনিই তোমার সঙ্গী, তিনিই তোমার ঈশ্বর, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ কর। সম্পূর্ণ আপনাকে নিরাশ্রয়া মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর,— এই সকল মনে করিতে পারিলে তবে ভাল বাসা আপনি হইবে,—তোমাতে যাহার অভাব আছে তোমার স্বামীতে তাহার সকলই আছে, ইহা তোমার মনে বিশ্বাস হইলে এই অনন্ত ভালবাসা অপনিই জন্মিবে; তুমি যাহা চাহ তোমার স্বামী তাহার সকলই তোমাকে দিতে পারেন, এ বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে জন্মিলে, যে ভালবাসার কথা আমরা বলিতেছি তাহা আপনিই জন্মিবে। যদি স্বামীকেই তোমার দেবের দেব মনে করিতে পার তাহা হইলেই তোমার মনে যথার্থ ভাল বাসা জন্মিবে, এ ভাল বাসা বিশ্বাসের উপর অবস্থিত; মরিলে ও তোমার বিশ্বাস কখন যাইবে না হৃদয়ের বিশ্বাস হৃদয়েই থাকিবে; এ ভালবাসাও তোমার হৃদয়ে অনন্ত কাল অবস্থান করিবে। যদি কখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এইরূপ হয় তবে যথার্থ বিবাহ সেই, নতুবা আর সকলই পার্থিব বিবাহ। কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে মৃত্যুর ন্যায় গুরুতর পরিবর্ত্তনেও তাঁহাব ভালবাসার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না? আর তাহাই বা না হইবে কেন? রূপ তখন থাকিবে না, তখন দিব্ব চক্ষের নিকট দোষ

গুণ দুই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। পৃথিবীতে যাহাকে ভালবাসি তাহার সহস্র দোষ থাকিলেও দেখিতে পাই না, কিন্তু কি জানি যদি মৃত্যুর পর ইহা দেখিবার ক্ষমতা থাকে, যদি তখন দোষ গুণ দুই দেখিবার ক্ষমতা হয়। তাই বলি যদি আমার হৃদয়ে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে আমার স্বামী গুণময়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরও সে বিশ্বাস আমার কখনই যাইবে না, সুতরাং বিশ্বাসের উপর যে ভালবাসা অবস্থিত, সে ভালবাসা কখনই লোপ পাইবে না। তাই বলি বিশ্বাসের ভাল বাসা ভিন্ন মৃত্যুর পর রূপ গুণের ভালবাসা থাকিবে না। যদি যথার্থ বিবাহিত হইতে চাহ তবে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই বলি, উভয়ের প্রতি উভয়ের এই রূপ বিশ্বাস দৃঢ় বদ্ধ কর, উভয়ে উভয়কে নিজ আরাধ্য দেবতা মনে কর, তাহা হইলে হৃদয়ে যে বল, উৎসাহ ও সুখ হইবে সেই সুখই স্বর্গের সুখ। উভয়ের প্রতি উভয়ের এই বিশ্বাস না হইলে কখনই সঙ্গিনী সম্বন্ধ হইবে না, আর যদি যথার্থ এই সম্বন্ধ উভয়ের মধ্যে না হইল, যদি মৃত্যু হইবা মাত্র সকল ভাল বাসা, সকল সম্বন্ধ লোপ পাইল তবে বিবাহের আবশ্যক কি?

জিজ্ঞাসা করি উপরে যাহা যাহা বলিলাম তাহা কি মানবের পক্ষে অসাধ্য? মানব মনে এই বিশ্বাসের ভালবাসার জন্য আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই কি নাই? কোটি কোটি মানুষ কি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কাষ্ঠ লোষ্ট্র ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত কদর্য্য ও ভয়ানক মূর্ত্তি সকলকে ভাল বাসিতেছে না; কোটি কোটি মানুষ কি প্রতিদিন বিশ্বাসের জন্য আপন হৃদয়ের অ-ন্যান্য সকল বৃত্তিকে নষ্ট করিতেছে না; এই দেশেই কি

স্ত্রীলোকগণ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিত না; এই দেশেই কি প্রাণের সন্তানগণ সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হইত না? যদি এই সকল করা সহজ ও সম্ভব হয় তাহা হইলে যাহাতে অনন্ত সুখ ও যাহার অভাবে মানব অনন্ত দুঃখী সেই সঙ্গিনী সম্বন্ধ কি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সংঘটিত করাই অসম্ভব? কেন অন্যত্র পূজার দ্রব্য ও ভালবাসার দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়াও; কেন, যাহাকে দেখিতে পাও না তাহাকে প্রাণের সঙ্গী করিতে যাও? কেন কুপথে গিয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ কর? নিকটেই পূজার দ্রব্য,—হৃদয়ের সঙ্গী উপস্থিত রহিয়াছে। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস, হৃদয়ে দৃঢ় কর, জগতে যথার্থ বিবাহ করিয়া একবার স্বর্গীয় সুখ উপলব্ধি কর। বিশ্বাস হৃদয়ে আনয়ন করা কি কঠিন? সামান্য বাধাকে কঠিন মনে করিয়া, বাতাসকে বিভীষিকা মনে করিয়া, হায়, মানব ভয়ে স্বর্গের পথ পরিত্যাগ করিয়া নরকের পথে প্রধাবিত হইতেছে। তাহা হইতে যে ফল ফলিতেছে তাহা কে না দেখিতেছেন, তাহা প্রকাশের আর আবশ্যক কি?

স্বামী যদি স্ত্রীকে হৃদয়-পূর্ণ-কারিণী আরাধ্য দেবী মনে করিতে পারেন, আর স্ত্রীই আমার পূজার দ্রব্য, স্ত্রীই আমার ব্রহ্মময়ী ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন, আর স্ত্রী যদি স্বামীকে পরম দেবতা মনে করিতে পারেন, তবেই স্বামী স্ত্রীতে প্রকৃত বিবাহ হয়; তাহা হইলেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সঙ্গিনী সম্বন্ধ, স্থাপিত হয়, তাহা হইলেই স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ মৃত্যুর পরও স্থায়ী হয়। এরূপ না হইলে, এ সম্বন্ধ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে না হইলে মৃত্যুর পর যে তাহাদের কোনই সম্বন্ধ থাকেনা, তাহা আমরা

সাহস করিয়া বলিতে পারি। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা যদি কেহ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনিও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বিশ্বাস মনে আনয়ন করা বা দৃঢ় করা কঠিন কার্য্য নহে। আমাদের দেশের স্ত্রীদিগের এ বিশ্বাস একরূপ আছে বা ছিল বলিলে ভাল হয়, কারণ নব্য সভ্যতার নবীন প্রবাহের মুখে ইহা ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। একটু বুঝিতে পারিলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এ বিশ্বাস থাকা আমরা অতি সহজ বিবেচনা করি। প্রথম তিন সম্বন্ধ যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দৃঢ় হয় তবে এ সঙ্গিনী সম্বন্ধ হওয়াও অতি সহজ। প্রথম তিনটী না হইলে এটী কখনই হইবে না, কেহ করিবার চেষ্টা করিলে ইহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল উৎপাদন করিবে।

যখন এই বিশ্বাস হইল, তখন যাহাতে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় ও যাহাতে এই বিশ্বাস হৃদয়ে স্থায়ী হয় স্ত্রীর কর্ত্তব্য তাহাই করা। বিশ্বাস জ্ঞানে বৃদ্ধি হয় ও জ্ঞানেই দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী যত স্বামীর সহিত তাহার নিজ সম্বন্ধ সকল বুঝিবে, যখন সে দেখিবে যে স্বামী ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই, স্বামীই তাহার সুখের এক মাত্র উপায়, স্বামীকে এই রূপ না ভাবিলে মৃত্যুর পরই সে কোন অপরিচিত স্থানে একাকিনী বাস করিতে বাধ্য হইবে, যত সে এই সকল কথা ভাবিবে ততই তাহার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকিবে। যদি সে নিশ্চয় জানে যে স্বামী চিরকালের সঙ্গী ও আশ্রয়, ইহা না ভাবিলে ও বিশ্বাস দৃঢ় না করিলে তিনি কখনই সেরূপ হইবেন না, মৃত্যুর দিনই তাঁহার

সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে, যদি সে বুঝে যে মৃত্যুর পর তাহার এক অপরিচিত স্থানে যাইতে হইবে, তাহা হইলে তাহার মনে স্বতঃই ভীতির সঞ্চার হইবে, স্বতঃই সে তাহার স্বামীকে একমাত্র ভরসা বিবেচনা করিয়া তাঁহারই হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া দিবে। ক্রমেই তাহার এ বিশ্বাস বাড়িবে, শেষ আর কিছুতেই এ বিশ্বাস যাইবে না। হায়, ভারত-ললনাদিগের এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত ছিল বলিয়াই তাহারা স্বামীর জ্বলন্ত চিতানলে হাসিতে হাসিতে ভস্মীভূত হইত। যদি অতীতকালের জ্ঞানান্ধা রমণীগণ ইহা করিতে পারিত তাহা হইলে, আজ উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগের জ্ঞান-গৌরবান্বিতা রমণীগণের মনে এই বিশ্বাস হওয়া কি অসম্ভব? যিনি বলিবেন যে তাঁহার পক্ষে স্বামীকে এরূপ বিশ্বাস করা অসাধ্য তাঁহাকে বলিব, তোমার বিবাহ করিবার আবশ্যক ছিল না, তুমি পবিত্র স্ত্রী নাম গ্রহণের উপযুক্ত পাত্রী নহ।

স্বীকার করি এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য তোমাকে সম্পূর্ণ অন্ধ হইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি অন্ধ হইলে সুখ কত তাহা কি তুমি জান? যদি না জান তবে পৃথিবীকে ভুলিয়া যাইয়া বিশ্বাসে অন্ধ হইয়া একবার দেখ দেখি! একবার সমস্ত পূজা ভুলিয়া গিয়া, একবার সকল কথা ভুলিয়া গিয়া স্বামী-পূজা ও স্বামী-ধ্যান কর দেখি! যখন বিপদে পড়িয়া অস্থির হইয়া একবার কালীকে, এক-বার ব্রহ্মকে, একবার শীতলাকে ডাক, তখন একবার এই সকল ত্যাগ করিয়া যিনি পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন সেই স্বামীকে ডাক দেখি,—ঝম্প প্রদান করিয়া তাঁহার হৃদয়ে

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একবার বল দেখি "নাথ, রক্ষা কর!" দেখিবে হৃদয়ে যে বল পাইবে তাহা আর কোথারও পাইবে না, দেখিবে তাহাতে হৃদয়ে যে আনন্দের লহরী উত্থিত হইবে তাহা আর কিছুতেই হইবে না। ইহকালের ও পরকালের উভয়কালের বিমল আনন্দ এই পূজার মধ্যেই লুক্কাইত আছে,—তোমার নিকট তোমার সুখের দ্রব্য বিধাতা রাখিয়া দিয়াছেন, তুমি বুঝিয়া গ্রহণ করিলেই হয়। অন্যত্র যাও কেন,—পূজার দ্রব্য অনুসন্ধানার্থে দূরে যাও কেন,—হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য পার্শ্বে অমৃত থাকিতে দূরে দূরে ছুটিয়া বেড়াও কেন? অন্যের উপর নির্ভর করা, অন্যকে তোমার বিপদ আপদের রক্ষক মনে করা, অন্যের আশ্রয়ে থাকা যে কত সুখজনক তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? আর একজন তোমাকে দিবারাত্রি রক্ষা করিতেছেন এ বিশ্বাস হৃদয়ে হইলে হৃদয়ে কত বল ও আনন্দ হয়!—হায়, এই সকল সুখের উপায় নিকটে আয়ত্তাধীন থাকিতে তোমরা ইহা গ্রহণ করনা ইহা কি কম লজ্জার কথা,—আপনার ভাল আপনি না বুঝিলে আর কে বুঝাইবে?

এই সকল বিষয়ে যত চিন্তা করিবে ততই স্বামী তোমার কত প্রয়োজনীয়, স্বামীই তোমার সুখের একমাত্র উপায় ও গতি ইহা তুমি বুঝিতে পারিবে;—এই জন্য যে বিশ্বাসের কথা বলিলাম সেই বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থায়ী করিবার জন্য স্ত্রী মাত্রেরই এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদাই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যদি এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থায়ী করিতে চাহ, যদি ইহাকে যথার্থই তোমার প্রয়োজনীয় বিষয় মনে করিয়া থাক তবে

আর কাহারও কোন কথা শুনিও না,—নানা জনে নানা কথা কহিতে পার,—তুমি পাপপূর্ণ জগতের পাপ কথায় কর্ণপাত করিও না. তুমি নিজে চিন্তা করিয়া দেখ যে সকল কথা আমরা বলিলাম, যে সকল অভাবের কথা আমরা কহিলাম, যথার্থই তোমার সে সকল অভাব আছে কি না, যথার্থই তুমি এই পৃথিবীর জন্য ও মৃত্যুর পর পরকালের জন্য একজন সঙ্গী চাহ কি না. যদি চাহ তবে সেই সঙ্গী যাহাতে হয় তাহা কর। তাহার পর ভাবিয়া দেখ স্বামী ভিন্ন অন্য কেহ তোমার এই অনন্তকালের সঙ্গী, তোমার বিপদের আশ্রয়, তোমার পূজার দ্রব্য হইতে পারেন কি না; তাহা যদি না হইতে পারেন, তবে এই সকল বিবেচনা করিলে ও এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিলে তোমার এই বিশ্বাস আপনা আপনিই দৃঢ় হইতে থাকিবে। একবার হইলে তুমি আর মানবী থাকিবে না, দেবী হইয়া যাইবে; তখন তোমার স্বামী তোমাকেই আরাধ্য দেবী মনে করিয়া, তোমারই হৃদয়ে হৃদয়কে নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিবেন। তখন তোমাদিগের পার্থিব ভেদাভেদ লোপ হইয়া যাইবে, তখন তুমি তোমার স্বামীর কেবল অংশী বা স্ত্রী, বা বন্ধু নহ, তখন তুমি তোমার স্বামীর দেবী, জননী, ভগিনী, সকলই; তখন পৃথিবীর সামান্য ভেদ, তখন সমাজের সামান্য রীতি নীতি, তখন মানুষের ভ্রমসঙ্কুল মতামত, তোমাদিগের নিকট বালকের কথা বলিয়া বিবেচনা হইবে, তখন তোমরা সমাজ হইতে, পৃথিবী হইতে মানব হইতে অনেক দূরে উত্থিত হইবে।

আমরা জানি অনেকে এই সকল কথা শুনিয়া হাসি-

বেন,—কিন্তু হাসুন আর নাই হাসুন, আমরা আবার বলিতেছি যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ না হয় তবে সে বিবাহ নহে; তবে সেরূপ বিবাহ করিবার জন্য অগ্নি ইত্যাদি সাক্ষী করিয়া দয়াময় পরমেশের নামোচ্চারণ করিবার কোনই আবশ্যক ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংসার।

এই রূপ মহা বিবাহে বিবাহিত হইয়া তোমাদিগকে এই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে; ইহার পর কি আছে বা আমাদিগের কোথায় যাইতে হইবে তাহা আমরা কিছুই জানি না, আমাদিগের তাহা জানিবার উপায়ও নাই, তবে ইহা বুঝিতে পারি যদি এরূপ বিবাহে বিবাহিত হই, যদি এই রূপে দুইজনে সংমিলিত হই, তবে অনন্তকাল আমাদিগকে দুইজনে দুইজনের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে জীবন কাটাইতে হইবে। এইরূপ জীবন যাত্রার নাম সংসার। সুতরাং বিবাহ যথায়, সংসার তথায়,—যথায় বিবাহ, তথায়ই দশজনে মিলন, তথায়ই সন্তান সন্ততি,—তথায়ই কার্য্য, পরিশ্রম, সুখ। যদি বিবাহ কি বুঝিলে, যদি এই সকল উত্তমরূপ বুঝিয়া বিবাহিতা হইলে তবে যে স্থানে ও যেরূপে বাস করিতে হইবে তাহাও জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই স্থানের সহিত পরিচিত হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা বলিলাম বিবাহ হইলে সংসারে বাস করিতে হয়, সংসার অর্থে দশজনের সহিত বসবাস করা; যখন

তুমি বিবাহিত হইলে, তখনই তুমি দশজনের সহিত মিলিয়া গেলে, অমনি দশজন না হইলে আর তোমার চলে না, অমনি দশজনের কার্য্য তোমায় করিতে হইল, কারণ দশজন তোমায় সাহায্য না করিলে তুমি তখন আর কোন কার্য্যই করিতে পার না তাই বলিতেছি স্ত্রী হইলে স্বামীর সহিত বসবাস করিবার জন্য তোমার কি কি কর্ত্তব্য তাহা জানিলেই তোমার কার্য্য শেষ হইল না, স্ত্রী হইলে সংসারে কিরূপে বাস করিতে হয়, তাহাও জানা তোমার কর্ত্তব্য, কারণ বিবাহের নামই সংসার, বিবাহ হইলে স্বামী যেরূপ, সংসারও সেইরূপ।

সংসার পর লইয়া,—প্রথমে সেই পরকে আপন ভাবিতে শিক্ষা করা চাই, সংসারে থাকিবার জন্য প্রথম প্রথম পরের কার্য্য করা আবশ্যক। স্বামীকে তুমি যে রূপ নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসিতেছ, স্বামীর ভাবনা যেমন তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে দেখিয়া থাক; সংসারে বাস করিয়া পরের ভাবনা তুমি সেরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে ভাবিতেছ না। তোমার স্বার্থ তোমার সেই কার্য্যে জড়িত রহিয়াছে, তুমি যদি পরের কার্য্য কর, তবে পরেও তোমার কার্য্য করিবে। তুমি যদি পরের দুঃখে দুঃখী হও, পরের ক্লেশের লাঘব করিতে প্রাণ পণ চেষ্টা কর, তুমি যদি পরের সুখে দুঃখের আশ্রয় হও, তবে পরেও তোমার ঠিক এই রূপ করিবে। আর যদি যাহাদিগের সহিত মিলিয়া যাহাদের মধ্যে তোমার বাস করিতে হইবে, তাহারা প্রত্যেকেই তোমার পরম শত্রু হয়, তবে তোমার সুখের আশা করা স্বপ্ন ব্যতীত

আর কিছুই নহে। তাহারা যদি প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার সুখের পথে কণ্টক হয় তবে তুমি কিরূপে সুখী হইবার আশা করিতে পার? তাহা হইলে তোমার স্বামীর সহিতও তোমার কোন সম্বন্ধই হইবে না; তোমার চতুর্দ্দিকে শত্রু থাকিলে তুমি তোমার স্বামীকে কেমন করিয়া সুখে রাখিবে। তাহাই তোমার প্রথম কার্য্য, সংসারে যাহাদের সহিত বাস করিতে হইবে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা।

এই কার্য্য করিবার জন্য তোমার প্রথমে মিষ্টালাপী হওয়া কর্ত্তব্য। যদি তোমার কর্কশ স্বভাব হয়, যদি তুমি স্বভাবতঃই রূঢ়া হও, তাহা হইলে তোমার মন পবিত্রতাময় হইলেও লোকে তোমার নিকট আসিবে না, লোকে তোমার নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য চেষ্টা করিবে, তুমি সংসারে থাকিয়াও একাকিনী হইবে; তাহা হইলে কত সহস্র কার্য্য তুমি করিতে পারিবে না, তোমার বিবাহ যে উদ্দেশ্যে করা সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না। প্রথমে মিষ্টালাপী হইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতে শিক্ষা কর। ইহা না হইলে যে তোমার কোন কার্য্যই হইবে না এ বিশ্বাস যদি তোমার হয়, তাহা হইলে মিষ্টালাপী হইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করা কোন প্রকারেই কঠিন নহে।

সকলের নিকট অবনত হইতে শিক্ষা কর। সংসারে থাকিয়া লোককে সন্তুষ্ট রাখা তোমার একটী কর্ত্তব্য; লোকের নিকট উদ্ধতা হওয়া বা অহঙ্কতা হওয়া যে কত অন্যায় তাহা বলা যায় না। ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার লোককে যতদূর অসন্তুষ্ট করে আর কিছুতেই ততদূর করে না। সকলের মনেই আত্মাভিমান আছে, কেহই আপনাকে অন্যা-

পেক্ষা হীন মনে করিতে চাহে না। কেহ এ কথা বলিলে বা এ কথা বুঝাইয়া দিলে আমাদের সকলের মনেই আঘাত লাগে ও কষ্ট হয়। এই জন্য তুমি যদি অহঙ্কারী হও আর তুমি যদি ভাব ভঙ্গী বা কথাবার্ত্তা দ্বারা এরূপ ভাব প্রকাশ কর তবে অপর সকলেই তোমার উপর বিরক্ত হই-বেন। তোমাকে ত্যাগ করিয়া থাকাই সকলকার তখন ইচ্ছা হইবে। এই রূপে তুমি যদি সকলকার দ্বারা পরিত্যক্তা হও তবে সংসারে থাকিবে কি রূপে? তবে তোমার প্রকৃত বিবাহ হইবে কিরূপে? এ দোষ থাকিলে তোমার স্বামীও তোমার উপর বিরক্ত ভিন্ন কখনই সন্তুষ্ট হইবেন না।

এইরূপে সংসারে যাহাদের সহিত তোমার বসবাস করিতে হইবে তাহাদিগকে তোমার প্রথমে সন্তুষ্ট করা বিশেষ কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাই তোমার সংসারের কেবল মাত্র কর্ত্তব্য নহে। লোককে কেবল সন্তুষ্ট রাখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে তোমার চলিবে না। কারণ লোকে কেবল সন্তুষ্ট হইলে পরের কার্য্য করে না। যখন বলে যে আমি ইঁহার কার্য্য করিলে ইনিও আমার কার্য্য করিবেন তখন তাহারা আপ-নিই তোমার কার্য্য করিবে। আগেই বলিয়াছি যে সংসারে থাকিতে হইলে অনেক কার্য্য অপরের দ্বারা করাইয়া লইতে হয়: বিবাহিতা হইলে স্বামী ভিন্ন অন্য অসংখ্য লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়,—সুতরাং সে সকল কর্ত্তব্যও প্রত্যেক স্ত্রীর জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

যদি পর না হইলে তোমার চলিবে না, যদি পর তোমার

সুবিধা পাইলেই পরকে উপকৃত করিবার চেষ্টা কর, এই রূপ ক্রমাগত উপকার পাইয়া সকলেই তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইবে; তখন তুমি না বলিলেও তাহাদিগকে না ডাকিলেও তাহারা আপনারাই তোমার বাটী আসিয়া পড়িবে—তোমার কার্য্য করিতে তাহাদিগের মনে স্বতঃই আনন্দ হইবে। তুমি তখন দেখিবে তোমার বিবাহের যথার্থ ফল ফলিতেছে, তোমার চারিদিকে কেবলই আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নাচিতেছে। প্রথমে যদি ইহা না করিতে পার,—বিবাহিতা হইয়া চারিদিকে যদি সুখের লহরী না খেলাইতে পার তবে বিবাহ তোমার মিথ্যা। ভাবিও না যে স্বামীর সহিত তোমার যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা করিলেই তোমার সকল কার্য্য শেষ হইল। স্বামী লইয়া তোমার সকল কার্য্য নহে,—স্বামীর সহিত বিবাহ হইতে না হইতে এক প্রকাণ্ড জগৎ তোমার সহিত সংমিলিত হইল; সেই জগৎকে পরিতুষ্ট না রাখিতে পারিলে তোমার বিবাহ প্রকৃত হইবে না।

আমরা উপরে যাহা যাহা বলিলাম সেইরূপ করিলে সকলকে সন্তুষ্ট করা ও সকলের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লওয়া সহজ। একবার এই বিষয়ের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে শিখ,—একবার স্ত্রী হওয়া কত কঠিন ভাবিয়া দেখ তৎপরে যদি মনে এইরূপ হইবার ও এইরূপ করিবার ইচ্ছা না হয় তবে আর সুখের আশা বৃথা—তবে আর জগতে যে কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

নবম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীর উপার্জ্জনীয় বিষয়।

স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ ও তন্নিবন্ধন স্ত্রীর কি কর্ত্তব্য তাহাই লিখিত হইল। প্রকৃত বিবাহ কি, আর সেই পবিত্র সংযোগ বশতঃ স্বামী ও স্ত্রীর কর্ত্তব্যই বা কি তাহাই এতক্ষণ লিখিলাম; কিন্তু এরূপ মহাযোগের যোগিনী হইতে হইলে প্রথমে সাধনা আবশ্যক; প্রথমে ইহার উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ও তাহা হইবার জন্য যাহা শিক্ষা আবশ্যক সেই সকল শিক্ষা প্রয়োজন। যদি সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হইয়া তুমি এই মহাযজ্ঞে অগ্রসর হও,—তুমি ইহার পবিত্রতা ও দায়িত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না, তোমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইবে, তুমি আনন্দ ধামের আনন্দ উপভোগ করিতে গিয়া নরকের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। এই জন্য বিবাহের পূর্ব্বে তোমার কি কি এ সংসারে উপার্জ্জন করিতে হইবে তাহা অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

পুরুষ, সংসারে তোমার অভাব সকল পূর্ণ করিবে, তাঁহারা তোমাদিগকে বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা করিবে; তোমাদিগের কোন বিষয়ে কোন রূপ ক্লেশ যাহাতে

না হয় তাহাই তাহাদিগের অহরহঃ চিন্তা হইবে। এই জন্য তাহারা জ্ঞান, ধন, মান, যশঃ, ধর্ম্ম ইত্যাদি নানা দ্রব্য উপার্জ্জনে অগ্রসর হইবে ও সেই জন্য দিবানিশি ঘোর পরিশ্রম করিতে থাকিবে। এই সকল উপার্জ্জন করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য তাহারা সেইরূপ শিক্ষিত হইবে, যে সেই শিক্ষায় অবহেলা করিবে সে এই পৃথিবীতে নানা রূপে ক্লেশ পাইবে। পুরুষগণ তো দেখিলাম মানবের উপার্জ্জনীয় সকল পদার্থই উপার্জ্জন করিবে, তবে কি স্ত্রীজাতির উপার্জ্জন করিবার কোন পদার্থই নাই, তবে কি কেবল তাহারা পুরুসের পরিশ্রমের ফল সুখে উপভোগ করিবে? তাহা নহে,—দুইটী বিষয় তাহাদিগের উপার্জ্জনীয়, এই দুইটী বিষয় উপার্জ্জন করিতে তাহাদের যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে পুরুষের পাঁচ সাতটী উপার্জ্জন করিতে ঠিক তেমনি পরিশ্রম করিতে হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে কোথাও অসাম্য নাই।

শরীর ধারণের জন্য, শরীর সুশোভিত করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা পুরুষ জাতি উপার্জ্জন করিবেন, পার্থিব বিষয়ের জন্য ব্যাকুল হওয়া স্ত্রীজাতির কার্য্য নহে, পার্থিব কোন পদার্থ উপার্জ্জনও স্ত্রী জাতির উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে মন সহজেই মুগ্ধ হইয়া যায় তাহা সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারেন, যাহাতে পুরুষকে আকর্ষিত করিয়া স্ত্রী হৃদয়ের নিকটস্থ করে, সেই ধর্ম্মাচরণ শিক্ষা স্ত্রীলোকের কার্য্য। ভাল না হইলে, ধর্ম্মশীলা না হইলে তুমি অপ্সরা হইলেও যেরূপ বিবাহের কথা আমরা বলিয়াছি তাহা তোমার

হওয়া অসম্ভব। কেবল রূপে কেহ কি কখন আকৃষ্ট হইয়াছেন দেখিয়াছ; রূপে লোক মুগ্ধ হয়, রূপ দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়, তখন আর রূপে মুগ্ধ করিতে পারে না। রূপ মুগ্ধ করিতে পারে কিন্তু মুগ্ধ রাখিতে পারে না। সুতরাং পৃথিবীতে প্রকৃত বিবাহের বিমল আনন্দ যদি উপভোগের ইচ্ছা থাকে তবে প্রথমে, সেই সকল বিষয় উপার্জ্জন করিতে শিখ, যাহাঁতে অপরকে মুগ্ধ রাখিতে পারে। তাহা হইলে ধর্ম্মশীলা হইতে শিখ, গুণবতী হইতে শিখ; গুণহীনা, ধর্ম্ম-হীনাকে কেহ সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিবেন না, আর যদি তুমি সেই রূপই না হও তাহা হইলে আর তোমার বিবাহে আবশ্যক কি? তাহা হইলে প্রকৃত বিবাহ দূরে থাকুক স্বামীর সহিত তোমার বসবাস ও দুষ্কর হইয়া উঠিবে। যদি তুমি এরূপ ভয়ানকই হও তাহা হইলে বিবাহ না করি-লেও বরং সুখে থাকিতে পারিবে, বিবাহ করিয়া কেবল যে স্বয়ং অভাগিনী ও দুঃখিনী হইবে এরূপ নহে এই জন্মের মত আর এক জনকেও দুঃখানলে নিক্ষেপ করিবে। তাই বলি এ পৃথিবীতে ধর্ম্মই প্রথম,—গুণই প্রধান, ভাল হওয়াই প্রথম আবশ্যক। সর্ব্বাগ্রে ভাল হইতে শিক্ষা কর, সর্ব্বাগে ধর্ম্মশীলা ও গুণবতী হও, ইহা না হইলে বিবাহ করা, সঙ্গী লাভ করা, সুখী হওয়া সকলই তোমার পক্ষে অসম্ভব। যদি তুমি হৃদয়ের যত কুপ্রবৃত্তি সকলকে প্রশ্রয় দিয়া উত্তেজিত করিয়া তুল, যদি তুমি আপনাকে নরকের কীট কর তাহা হইলে আর তোমার সুখের দিকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া আবশ্যক কি? যদি সুখের প্রার্থী হও তবে

অগ্রে ধর্ম্মশীলা ও গুণবতী হও। কিরূপে ইহা উপার্জ্জন করা যায় তাহা আমরা পরে লিখিতেছি।

ধর্ম্মোপার্জ্জন স্ত্রীর কেবল মাত্র কার্য্য নহে, ধর্ম্ম হইতে যাহা উৎপন্ন হয় সেই সুখোপার্জ্জনও স্ত্রীর কার্য্য। প্রথমটী উপার্জ্জন করিতে হইবে,— দ্বিতীয়টীর পথ প্রশস্ত করিবার জন্য। প্রথমটীতে পুরুষকে মুগ্ধ করিয়া তোমার নিকট আকর্ষণ করিবে, তিনি তোমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া তোমাকে যশঃ মান, ধন ইত্যাদি দিবেন; তিনি কি স্বার্থশূন্য হইয়া তোমার নিকট আকৃষ্ট হইলেন? তোমার নিকট এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহা তিনি পাইলে আনন্দ উপভোগ করেন, ইহা তোমার নিকট আছে বলিয়াই তিনি ক্রমে ক্রমে তোমার সন্নিকটস্থ হইলেন। তোমাকে তিনি এত দিলেন, তোমার সমস্ত অভাব পূর্ণ করিলেন, তোমাকে নানা সাজে সজ্জিতা করিলেন ইহার পরিবর্ত্তে তুমি তাঁহাকে কি দিয়া সন্তোষ করিবে? কিসের প্রত্যাশায় তিনি তোমার নিকট আসিলেন? তিনি পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ আয়ত্তাধীন করিয়াও যে অমূল্য সুখ পাইলেন না, তাহাই তুমি তাঁহাকে দিবে ভাবিয়াই তোমার নিকট আসিলেন ও তোমার এত উপকার করিতেছেন। জগতে তোমার যে আর কিছুই করিতে হইতেছে না, তুমি কি জগতে এই একটী পদার্থ উপার্জ্জন করিয়াও তাঁহাকে দিতে পার না? যদি না পার তবে তোমার মত কৃতঘ্না কে, তবে তোমার মত পাপীয়সী কে? তোমার তো আর কোন ভাবনাই নাই; তোমার নিজের জন্য কোন চিন্তাই করিতে হয় না,—তিনি কত পরিশ্রম

করিয়া কত পদার্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, আর সে সমস্ত আনিয়াই তোমার চরণে ঢালিয়া দিতেছেন, তুমি কি জগতে এই একটী বিষয় উপার্জ্জনের ক্লেশও গ্রহণ করিতে পার না, তুমি কি তাঁহাকে এত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে এই একটী দ্রব্যও দিতে পার না? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি যদি এ বিষয়ে অবহেলা কর তবে তোমার মত নীচাশয়া, অবিশ্বাসিনী আর কেহ আছে কি না?

দশম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মোপার্জ্জন।

সকল সুখের মূল ধর্ম্ম,—তুমি সুখের মন্দিরে কখনই অধর্ম্ম পথ দিয়া যাইতে পারিবে না; বিবাহের বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে চাহিলেও তুমি কখনই অধর্ম্ম পথে যাইয়া এ অমূল্য ধন লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং সকল কার্য্যের প্রথমে ধর্ম্মোপার্জ্জন। প্রথমে আপনি ভাল হও প্রথমে আপন মনকে পবিত্র কর, প্রথমে আপন হৃদয়ে স্বর্গীয়ভাব আনয়ন কর তৎপরে সুখের চেষ্টা করিও, জগতে নানা প্রকারে সুখী হইতে পারা যায়, সুখের বাজারতো আমাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে; আপনি প্রথমে সুখ পাইবার উপযুক্ত হও।

যাহা ভাল, যাহাতে কাহারও ক্ষতি হয় না, বরং উপকার হয় সেই ধর্ম্ম। মনের যে সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন হইলে জগতের উপকার করা যায় সেই সকলই ধর্ম্ম। পরকালের জন্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সকলে কহিয়া থাকেন, আমরা বলি ধর্ম্ম পরকালের জন্য হউক আর নাই হউক, পরকালের কথা তো পরে, ধর্ম্ম উপস্থিত ইহকালের জন্য বিশেষ আবশ্যক, ইহকালে, এই জীবনে যদি

সুখের প্রার্থী হও তবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। ইহা কিরূপে হইতে পারে ?

মনের যে সকল বৃত্তির দ্বারা লোকের উপকার করা যায়, যাহা দ্বারা কাহারও অপকার হয় না, যেমন দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি প্রথমে'এই সকলের আলোচনা কর, মানসিক কুপ্রবৃত্তি সকলকে আয়ত্বাধীন রাখিয়া এই সকল বৃত্তির যাহাতে কার্য্য হয় তাহাই কর,--দুঃখীর প্রতি দয়া, উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা, পরোপকারে ইচ্ছা, প্রথমে শিক্ষা কর, ধীরে ধীরে এই সকল কার্য্য ক্রমাগতই করিতে থাক, দেখিবে ক্রমেই তোমার মনের সুপ্রবৃত্তি সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমনে রাখিয়াছে। তোমার হৃদয়ে দোষ বলিয়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও তাহারা থাকে তাহা হইলেও তাহাদিগের দ্বারা কোনই কার্য্য হইতেছে না, তুমি গুণময় ও ধর্ম্মময় হইয়া গিয়াছ। দোষ হউক বা গুণই হউক, পাপ হউক আর পুণ্যই হউক, ধর্ম্ম হউক বা অধর্ম্মই হউক এ পৃথিবীতে সকলই অভ্যাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যদি প্রথম হইতেই হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি সকলকে আয়ত্বাধীন রাখিয়া সুপ্রবৃত্তি সকলের আলোচনা করা যায় তাহা হইলে ইহারা আপনিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সুপ্রবৃত্তি সকলের অভ্যাস আপনি হয় না, বিশেষ এ সংসারে এক্ষণে পাপের রাজ্যই এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে যে মানুষ আর বড় সুপ্রবৃত্তি সকলের কার্য্য দেখিতে পায় না, কাজে কাজেই ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, ভাল মন্দ বোধ হইবার অগ্রেই তাহা-

দিগের নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তি সকল চারিদিকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া এতই পরিচালিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে তাহা বলা যায় না। তৎপরে যখন জ্ঞানোদয় হয় তখন সেই কুপ্রবৃত্তি সকলকে আয়াত্বাধীন অতি কষ্ট ও অতি যত্ন না করিলে কখনই করা যায় না। এই সকল কারণে পৃথিবীতে সুপ্রবৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন ও ধর্ম্মোপার্জ্জন সহজ কার্য্য নহে, অতি যত্নে ও অতি ক্লেশে সর্ব্বদা এ বিষয়ের মনোযোগ করিলে তবে এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। ধর্ম্মোপার্জ্জন না করিলে, হৃদয়ের সুপ্রবৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন না হইলে, ধর্ম্মশীলা ও গুণবতী না হইলে জগতে সুখের প্রত্যাশা করা, বিবাহের বিমল আনন্দউপভোগ করা, সংসারে স্বর্গ লাভ করা, এ সকলই আশা-মরীচিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে; আমি যাহাই করি প্রথমে আমি ভাল না হইলে আমার মনে যে দুঃখ ভিন্ন সুখ কখনই হইবে না, এই বিশ্বাস যদি আমার দৃঢ় হয়, ইহা যদি আমার স্থির প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে যেমন করিয়া পারি প্রথমে আমার ধর্ম্মোপার্জ্জনে ইচ্ছা হইবে। যথার্থ ইচ্ছা হইলে, যথার্থ মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইলে, জিজ্ঞাসা করি,—এ পৃথিবীতে কি না করা যায়? ইচ্ছা করিলে যাহা আমার নিকট রহিয়াছে তাহার অভ্যাস মাত্র করিয়া তাহার কি উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি না? ইহা যদি না পারি তবে আমি মানুষ বলিয়া পরিচয় দিই কেন?

আমাদের কি বলিয়া দিতে হইবে যে মানবের ধর্ম্ম কি কি, জগতে গুণ কোন্‌গুলি? বাল্যকাল হইতে এই সকল

কথা কি শুনিয়া আসিতেছি না? সহস্র সহস্র পুস্তকে, শত শত মহাত্মা, জগতে ধর্ম কি, তাহাই কি সর্ব্বদা ঘোষণা করিতেছেন না? পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলেই কি বাল্য-কাল হইতে ভাল হও বলিয়া আসিতেছেন না? আমরা সকলই জানি জগতে ধর্ম কি কি, মানব মনে গুণ কোন্ গুলি, তবে আমরা এই গুলি শিক্ষা করি না কেন? কারণ বিনা আয়াসে আয়সে শিখা যায় না; পরিশ্রম করিয়া অভ্যাস না করিলে ইহারা কখন উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না। এই সামান্য কষ্ট আমরা কি লইতে পারি না, এটী ভাল, ওটী ভাল, একথা আমরা সর্ব্বদাই কর্ণে শুনিয়া থাকি, কিন্তু চারিদিকে চক্ষে অন্যপ্রকার দর্শন করি। কাজে কাজেই যখন একটী চেষ্টা করিয়া লাভ করি না, অথচ আর একটীকে দমনে রাখিবার জন্য কোনই যত্ন করি না, তখন তাহারা চতু-র্দ্দিকে তাহাদিগের কার্য্য দেখিয়া কেন না আপনা আপনি বৃদ্ধি পাইবে? তাহাই বলি এ সংসারে মানব শত্রুতে বেষ্টিত, সর্ব্বদা যদি মানুষ সাবধানে না থাকে তবে সে দুঃখের জলন্ত অগ্নির দিকে অজ্ঞাতসারেই যাইয়া পড়ে; তখন তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া একরূপ অসম্ভব; সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়া, যাহাতে কুপ্রবৃত্তি সকল আয়ত্বাধীন থাকে প্রথমে তাহাই কর্ত্তব্য,—তৎপরে যেমন করিয়া হয় সুপ্রবৃত্তি সকলের পরিচালনা করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম কার্য্য এই, জগতে যাহাই কর তাহার প্রথম শিক্ষা এই,—নতুবা সকল আশাই বৃথা। আমরা যে বিবাহ

বিষয়ে, স্বামী ও স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এত বলিলাম তাহার সকলের প্রথমে এই শিক্ষা,—এই উপার্জ্জন। ইহাই সেই সকল পবিত্র স্থানে যাইবার পবিত্র পথ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুখোপার্জ্জন।

যদি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মশীলা ও গুণবতী হইতে সক্ষমা হইয়া থাক, তবে এ সংসারে তোমার দ্বিতীয় কার্য্য বিবাহ। বিবাহ কেবল ইহকালের জন্য নহে, বিবাহ অনন্ত-কালের জন্য,—বিবাহ স্বর্গলাভের জন্য। স্বর্গলাভ বা চিরসুখে বিমোহিত হইয়া থাকাই মানবের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ও হৃদয়ের উদ্দেশ্য। ইহা কিরূপে হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, আবার এক্ষণেও আমরা বলি যে আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে পুরুষাত্মা স্ত্রীআত্মাসহ একেবারে সংমিলিত না হইয়া গেলে মানবাত্মার কখনই পূর্ণতা হয় না,—আর তাহা না হইলেও পূর্ণব্রহ্মের নিকট যাইবার ইচ্ছা করা আমাদিগের পক্ষে উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্য বলি জগতে বিবাহ কেবল সখ ও মজার জন্য নহে। বিবাহের ন্যায় যোগ আর নাই,—মানবের পক্ষে বিবাহের ন্যায় গুরুতর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে যে স্ত্রীআত্মা ও পুরুষাত্মা প্রকৃত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিবে তাহারাই কেবল প্রকৃত স্বর্গলাভ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই কেবল দয়াময়ী মা ব্রহ্মময়ীর ক্রোড়ে মা মা বলিয়া যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে।

বিবাহে দুইজনের সংযোগ হয়; একজন কতকগুলি দ্রব্য অপরকে দিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকে—অপরের কর্ত্তব্যও তাহাই। আমরা দেখাইয়াছি বিবাহ করিলে স্ত্রী-জাতির আর কোন চিন্তাই থাকে না, কোন পদার্থ উপার্জ্জনের ভাবনাই আর ভাবিতে হয় না,—কেবল স্বামীকে সুখে রাখিবার জন্য যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই করা আবশ্যক। স্ত্রীর সুখোপার্জ্জন করিয়া সেই সুখ স্বামীর চরণে দিয়া স্বামীর পূজা করিতে হইবে। সহস্র প্রকারে স্বামীর সেবা কর না কেন? জগতের সমস্ত পুষ্প দিয়া স্বামীর অর্চ্চনা কর না কেন? যদি তুমি স্বামীকে সুখ-ফুল-হারে সাজাইতে না পার তবে তোমার পক্ষে সকলই মিথ্যা। তুমি স্ত্রী-নামের একেবারেই অযোগ্যা।

তাহা হইলে এই অত্যাবশ্যকীয় সুখোপার্জ্জনের উপায় কি? যদি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া থাক তাহা হইলে তোমার পক্ষে সুখোপার্জ্জন অতি সহজ। তাহা হইলে তুমি প্রতি-পদেই সুখ লাভ করিতে পারিবে। সুখ, কার্য্যের সুফল ভিন্ন আর কিছুই নহে; যে যে কার্য্যে সুখ হয় যদি তাহা ধর্ম্মপথ দিয়া যাইয়া লাভ করিতে পারিবে বিবেচনা কর তবে তাহাই কর; দেখিবে তাহা হইলে সুখ আপনিই হইবে; মন সর্ব্বদা সুখে ভাসিবে। তৎপরে আমরা স্বামী সম্বন্ধে স্ত্রীর যে যে কর্ত্তব্যের কথা বলিয়াছি সেই রূপ কার্য্য করিলে স্বামীকে সুখদান যথেষ্ট প্রকারে হইবে। স্বামী তাহা হইলে প্রকৃত সুখে সর্ব্বদাই ভাসিবেন, সর্ব্বদাই তিনি স্বর্গ সুখ ভোগ করিবেন। যে যে কার্য্য করিতে আমরা বলিতেছি তাহাই কর—সুখ

আপনি আসিয়া তোমার পদসেবা করিবে। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকারে যদি সুখের প্রত্যাশা কর তবে আমরা তোমাকে বলিতেছি সম্পূর্ণই আশায় নিরাশ হইবে। তাহা হইলে সুখ পাওয়া দূরে থাকুক তোমাকে দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হইতে হইবে। সংসার ভয়ানক স্থান, মানব জীবন ভয়ানক সমস্যা ও পরীক্ষার স্থল; তাহাই আবার, আবার বলিতেছি সাবধান, সাবধান, জানিও সুখোপার্জ্জন না করিতে পারিলে দুঃখ আপনি স্কন্ধে আসিয়া পড়িবে। যে সকল কঠিন কার্য্যের কথা আমরা বলিলাম তাহা না করিলেও সুখের আশা মরীচিকা মাত্র।

উপসংহার।

আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। সংসারে প্রকৃত বিবাহ কাহাকে বলে, প্রকৃত স্ত্রী কে, প্রকৃত সুখ কোথায়, এই সকল কথা আমরা যথা সাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; আর কয়েকটী কথা স্বদেশীয়াগণকে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

তোমরা এ জগতের শোভা-দায়িনী দেবী, তোমরা মানব জাতিকে গর্ভে ধারণ কর, তোমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হায়. তোমাদিগের মনের গৌরব কোথায় পলায়ন করিল? তোমাদিগের কি একবার প্রকৃত স্ত্রীরূপ, প্রকৃত শক্তি রূপ, সেই জগদালোকিনী দেবীরূপ দেখাইবার ইচ্ছা হয় না? পাপসাগরে মগ্ন হইতেছ দেখিয়াও কি তোমাদিগের লজ্জা বোধ হয় না? চতুর্দ্দিকে দুঃখের অগ্নি প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে দেখিয়াও কি তোমাদের ভয় হয় না? ঐ কি দেখিতেছ না, যে সেই অগ্নিতে পতিত হইয়া তোমা-দিগের প্রাণের সন্তানগণ "মা রক্ষা কর, মা রক্ষা কর!" বলিয়া করুণস্বরে চীৎকার করিতেছে! কোন্ প্রাণে মা হইয়া সন্তানদিগকে পাপের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে দেও, কোন্ প্রাণে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছ। সন্তানের কষ্টে কি ক্লেশ বোধ হয়

না ? যদি হয়, তবে নারী জাতি, একবার চিরকালের আলস্য পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর দেখি, একবার সংসার হইতে পাপকে দূরীভূত করিয়া দিয়া নিজ নিজ সন্তান দিগকে রক্ষা কর দেখি, একবার সেই ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি দেখাও দেখি ? আর কেন, সকলি যে ভস্মীভূত হইয়া যায়, আর কি নিদ্রিতা হইয়া থাকা ভাল দেখায় ? একবার গাত্রোত্থান কর, একবার পুরুষের প্রকৃত সঙ্গিনী হইয়া জগতের সকল দুঃখের অবসান কর।